মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

জুলাই, ২০২৫
আষাঢ়, ১৪৩২

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় ১৪৩২/জুলাই ২০২৫

কর্মানন্দের পথে ব্রহ্মানন্দ ঃ ভগবান লাভ		৩
বন্ধনের অধিকার থেকে মুক্তি; মোক্ষলাভ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ভগবান লাভের জন্য 'মনন' নির্বাচন জরুরী	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৫
শ্রী অনির্বাণের মননে শ্রী অরবিন্দ	আশুরঞ্জন দেবনাথ	১৭
প্রসঙ্গ নিবেদিতা	পার্থসারথি বসু	১৮
হোক ভগবৎ বিশ্বাস পরম দৃঢ়	সায়ক ঘোষাল	২১
ভগবানকে ডাকা	প্রণবেশ রায়	২২
Spiritual Process for God Realisation : Recommendation to those Having Serious Intent	Prof. (Dr.) R. P. Banerjee	২৩

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

কর্মানন্দের পথে ব্রহ্মানন্দ ঃ ভগবান লাভ

জগতে সকলের জন্যই হয়েছে কর্মের সুযোগ ও দায়। বুকভরা বিরক্তি-অবসাদ অবহেলা নিয়ে শুধুমাত্র দায়সারা কর্ম জগতে মানুষের জড় বন্ধনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মহানন্দে কর্মাদি সমাপন করে চলেছেন যদি এই বিশ্বাসের হয়ে ভরপুর যে কাজটি ভগবানের দেওয়া। তাই এই কাজ ভগবৎ কাজ। এই কাজ করতে হবে পরম বিশুদ্ধ মনের পূর্ণ প্রেরণা-শক্তি ও সামর্থ দিয়ে। ভগবানের কাজ, তাই—আনন্দপূর্ণ। আনন্দের কণায়। পরিপূর্ণ মনের পাত্রটি জগৎ কর্মে হয় ব্রতী, সে কর্ম পেয়ে যায় ভিন্ন মাত্রা এমন ক্ষণে পাত্রটি জগৎ সীমায় সীমিত থাকে না এই কর্মের মাঝে ফুটে ওঠে ভাগবতী আনন্দ। কর্মের অবয়বেই ভগবানের স্পর্শ, শ্রুতি, এমনকি দর্শন পর্যন্ত ফুটে উঠতে পারে এই কর্মের পথ দিয়ে। ভাগবতী আনন্দমুখর কর্ম ফুটে ওঠে বিশুদ্ধ মনের পটভূমিতে; ভগবানে নিবেদিত মনের প্রাণের মাঝে।

ঋষিগণ কর্মপথেই নিত্যদিন ছিলেন নিবেদিত। ঋষিগণ সমাজ গড়েছেন। পরিবার সংসার, সমাজের গাথনি দিয়েই ভারতের বেদ-বিহিত সভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রায় সব মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য ঋষিগণ বিবাহিত। পুত্র-কন্যার পিতা বা মাতা হয়েছেন সমাজের সব দায়, দায়িত্ব নিয়েছেন। ঋষিগণ সর্বদাই ছিলেন ভগবানে নিবেদিত। ঋষিগণ ছিলেন প্রকৃত ব্রহ্মচারী – বোধে, বিশ্বাসে, জীবনচর্যায়, অভীপ্সায়। সভ্যতা-সমাজ-পরিবার গড়তে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন; সর্বদা জীবন কর্ম, সমাজকর্ম ও জগৎ কর্মে ব্রতী হয়েছেন কিন্তু কোনও রূপ কামনা–বাসনা-কামাশক্তি-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য আবিলতায় আবদ্ধ হননি। ঋষিগণ এ সবের বহু উর্দ্ধে। সমাজবাসী, কর্মমার্গে বিপুলভাবে যুক্ত অথচ সর্বত্যাগী। আকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্মপথে ডুবেগেছেন। কামাসক্ত না হয়ে কর্তব্যজ্ঞানে জগতের পরম্পরাকে স্থিত রেখেছেন; ক্রোধ-লোভ বর্জিত হয়ে সমাজের শৃঙ্খলা গড়ে দিয়েছেন। এসব কিছুর মধ্যে থেকে তাঁরা ছিলেন প্রকৃত ব্রহ্মচারী, ভগবানকে একমাত্র সখা-বন্ধু-পিতা-মাতা-সুহৃদ-ইত্যাদি ভূমিকায় বুঝেছেন, জেনেছেন। জগতের সব দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে নিজেরই কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। ঋক বেদের আদি পর্যায় থেকে শুরু করে সাম-যজু-অথর্ব সবেতেই এক সুরে কর্ম নিয়ে ঋষিগণ চেয়েছেন কর্মের চরিত্রকে ভাগবতী কর্ম বলেই গ্রহণ করতে। ঋষিগণ এক সুরে ব্রহ্মার্জনকে কর্মের সূচনায় বরণ করে নিয়েছেন। সব ঋষিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও ত্যাগী; যদিও সমাজবদ্ধ ও আপাতভাবে সংসারবদ্ধ। সমগ্র বেদের ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ব্রহ্মচর্যের সূত্র ঃ ও ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গে ঋষিগণের চর্যা ও জীবন দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলেছেন যেভাবে তার রয়েছে তিনটি সাধারণ সূত্র। এই সূত্রগুলি হল ঃ

ব্রহ্মচারীর জীবনসূত্র ঃ প্রথম সূত্র ঃ সমাণি আকূতিঃ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্মচারীণ।
দ্বিতীয় সূত্র ঃ ব্রহ্ম ছন্দম সমন্বিতম ব্রহ্মচারিণঃ
তৃতীয় সূত্র ঃ ব্রহ্ম দীপ্তিম পরিগ্রহিতম
অসৌ নক্ষত্রাণি-চন্দ্রমা-সুরয়ুঃ চ।

প্রথম সূত্রটির অর্থ অংকের সূত্রে মাপা যায়। Greater than equal to (≥) জগতের যা কিছু মানবিক-জৈবিক-পার্থিব সূত্র বিষয়ে মন-প্রাণ--হৃদয় চেতনা যতটা গভীরভাবে বেষ্টিত; ভগবানের জন্য আকূতি-অভীপ্সা তার সঙ্গে সমান মাত্রার হলেও চলবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভগবানের জন্য আকূতি তার চেয়ে বেশি হলেই ভাল; যত বেশি হয় তত ভাল। ভগবানের জন্য আকূতি যদি বেশি হতে হয় তবে ষড় রিপুর এক টুকুও যদি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ না করে তবেই ভগবানের পথে দ্রুতম এগিয়ে যেতে পারবে।

দ্বিতীয় সূত্রটির তাৎপর্য গভীর। কর্মপথে এসে যায় এগিয়ে চলা, পথচলা, কর্মপথে সব সময়ে ভগবানে অর্পণ করে জীবন পথে যেন একই ছন্দে এগিয়ে চলা। ভগবৎ ছন্দের সঙ্গে কর্মী সম্মান ভাবে চলবেন এগিয়ে। একই ভাগবতী ভাবসঞ্চারের মধ্য দিয়ে জগৎ ব্যাপার যেন সাধন বিষয় হয়ে ওঠে। ভগবানের সঙ্গে এই বিষয়ে মানব চেতন সমর্থ হয়ে বিরাজ করবে অন্তর বাহির সবই ভগবানের প্রতি একান্ত ভাব এমনভাবে গড়ে উঠবে।

তৃতীয় সূত্র ঃ সূর্য-চন্দ্র-তারকাদির প্রকৃত পরিচয় 'দেওয়ার মধ্য দিয়ে', Giving! **:** ঋষিগণ এ সবকে একান্তভাবে এই আলোর মালায় জীবের অন্তর-বাহির আলোকমণ্ডিত করে দেয়। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে অন্তর মাঝে আলোর মালা ভরিয়ে দেবে। এটি ভাগবতী জীবন গড়ে দেবেন যে অখণ্ড ভগবৎ চেতন-এর ফলে গড়ে উঠবে সাধক জীবনের মৌল সম্পদ ভাগবতী চেতন হবে জাগ্রত। সাধক ব্রহ্মানন্দ লাভ করবেন। স্বাভাবিক, অথচ নিরাসক্ত-স্বাত্তিক জীবনের পর্বেই হবে কর্মপথে নিশ্চিত ভগবান লাভ।

—ঃঃ—

বন্ধনের অধিকার থেকে মুক্তি; মোক্ষলাভ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধনের বৈচিত্র ঃ বন্ধনকেই মুক্তি মানা হয়ে চলেছে। জীবনের যা কিছু জগৎ বিস্তারী ও সবই বন্ধনকেই মুক্তি মেনে নিয়ে হয়ে চলেছে। জগৎ মাঝে রয়েছে যত যোজনা— কর্মের যোজনা, চিন্তার যোজনা, জগতের বিষয় বিগ্রহ গড়ে তোলবার যোজনা এসবই মানবের নিজস্ব রুচি, দৃষ্টিকোণ, বিচার বোধ আর নিজস্ব বিশ্বাস, জ্ঞানসীমা ও চরিত্র বিন্যাসের উপরই নির্ভরশীল, জীবনের মাঝে যে সব নবীন ও প্রবীণ ভাবনার দ্যোতনা রয়েছে এ সবই করে ফেলে জীবনকে আবদ্ধ। জীবন জগতের গ্রন্থিপাশে বন্দী। জগৎ মাঝে যা কিছু হয়ে চলেছে এ সবেরই মাঝে হয়ে থাকে গ্রন্থী প্রভাব মুক্ত এক খোলা পাতার সব উদার উন্মোচন। বন্দীত্ব হল এই খোলা পাতার উড়ে চলার সব প্রবণতাকে ধরে নেওয়া, আটকে দেওয়া। জীবন মাঝে যে সব খোলাপাতার উপর রয়েছে বন্ধন তাদের সবারই রয়েছে উৎপত্তি ও বিকাশ পর্ব। এ সবই নানাভাবের বন্ধন সূচনা ও বলবতী করে। বন্ধন হল আকৃষ্ট হয়ে থাকা, আরও কত কিছু।

মানুষের জগৎ বন্ধন মোচন করতে পারেন ভগবান একমাত্র। ঘরছাড়া হয়ে পথে নামলে এসে যায় পথের আকর্ষণী বন্ধন। জীবনের রুচিমাফিক সিদ্ধান্ত যেখানেই নিয়ে যাক বন্ধনের দড়ি সাথে সাথেই চলে যায়। ঘর ছেড়ে অন্য রঙের ঘর বন্ধন মুক্তি ঘটায়; এক ধরনের দড়ি কেটে দিয়ে চকচকে সিল্কের দড়ি দিয়ে জীবনকে বেঁধে ফেলে। সকাল সন্ধ্যা জগৎ বিষয় একভাবে চলতে থাকায় গড়ে ওঠে বন্ধন এক প্রকারের অথচ অত্যন্ত দৃঢ় গভীর, গম্ভীর। ঘরের বন্ধন যদি ছিল জৈব আবিলতায় মজে থাকা, তবে নতুন রঙের ঘরের বন্ধনে ঘটে যায় আরও বড় ধরনের অচ্ছেদ্য আবিলতা। ঘরের জৈব বন্ধনের গিট খুলে যায়। মনের মাঝে যখনই ফুটে ওঠে ঐ বন্ধন বিষয়ে এক দৃঢ় অভিজ্ঞান, মেলে ধরে বন্ধনের সব সূক্ষ্ম-অতি সূক্ষ্ম মানস প্রস্তুতিগুলি — মিলনেরই বিশেষত্বের চকচকে দড়ি দিয়ে মানুষটা নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে। এ বন্ধন জগৎ মাঝে জীবনের নবীন আবিলতায় ডুবে গিয়ে রাজা হয়ে যাওয়া। নিজেরই করা প্রস্তুত একান্ত নিবিড় সব মানস-স্পন্দন, নিজেরই গড়ে ওঠার সৌন্দর্যে হয়ে যায় মুগ্ধ-মোহিত। বন্ধন থেকে মুক্তির চিন্তা ঘরের জৈব আবিলতায় সহজেই ফুটে ওঠে। মানবের নিজেরই চারপাশে গড়ে ওঠে নিজের ভাবনার আর গৌরবের আবরণ থেকে মুক্ত হতে দেয় না। এই আবরণ এতটাই চকচকে যেন মনের মাঝে একসময়ে বিদ্ধ হওয়া বন্ধনের দ্যোতনা সরে গিয়ে মানবের জীবনের ফুটে ওঠা গৌরব পুষ্প চমকিত, পুলকিত করে রাখে। মন বুঝিয়ে দিতে চায় সব বন্ধন গিয়েছে খুলে। এমন উন্নত মানস পটভূমি তাই আর কোথায় হবে বন্ধন। সে মনে ভাবে মুক্ত!! মনের মাঝে বন্ধনের শক্তি মুক্তি গান মুগ্ধ করে নবীন আবিলতায় ঢুকিয়ে দেয়।

ভগবানই মুক্তির রাজা। ভগবানই পারেন দিতে মুক্তি।

জীবনের পোষাক বদল - ঘর বদল - পেশা বদল - কর্মসূচি বদল - কর্মবোধ বদল—এ সবেরই মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে মুক্তির স্বাদ। মুক্তি হল চেতনার উন্মোচন; মুক্তি হল চেতনার জাগরণ; মুক্তি হল অসীমের ঐ পরম প্রবাহের মধ্যে মুক্তিপাখী হয়ে উড়ে চলা; মুক্তি হল এই নিছক বাস্তব রৌদ্রতাপের মধ্য থেকে খুঁজে নেওয়া অনাবিল আনন্দমুখর ভাগবতী সাধন যা হয়ে উঠেবে মুক্তির সোপান।

মুক্তির সূত্র রয়েছে মনের মাঝে। মনের মধ্যে জমাট বাধে সব আবিলতা, সব সংশয়; সব রকমের দ্বন্দ্ব। সব সংস্কার আর নিজেরই মনের মধ্যে হয়ে থাকা সব উদার ব্যাপ্ত সংবেদকে সীমার গণ্ডী দিয়ে বেঁধে রাখাই বন্ধন। নিজেরই অহমিকার সাথে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বন্ধন। জীবনের মাঝে এগিয়ে চলার পথের মূর্চ্ছনাই ব্যাহত হয়ে যায় বন্ধনের দড়িতে। যে বিন্যাস জীবনের জন্য হয়ে রয়েছে সদা ভাস্বর তারই এখন একান্তভাবে আবিষ্ট হয়ে যাওয়াই বন্ধন। জীবনের চলার পথের মাঝে এগিয়ে আসে অনন্তের অভিমুখে যদি হয় বন্ধন দৃঢ়, অপরিনামী এই বন্ধন থামিয়ে দেয় জীবনের দৈবী ভাববিকাশ। চলার পথের প্রতিটি প্রতিজ্ঞা বন্ধন। জীবনের কর্মপথে যা কিছু আকাঙ্ক্ষা ওঠে ফুটে সৃষ্টি করে দেয় বন্ধন। নিজেরই জড় বিকারের পথে জগতের সামগ্রীকে চিনে নেওয়া এই জগৎ বিচারের পর্বে যে বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে গোষ্ঠীর ভাবনার জালে জড়িয়ে যাওয়া জীবন বন্ধন। ভাবনার রাজি একটি অনুমান ভিত্তির সিদ্ধান্ত নিয়েই যখন মিশতে যায় ফুটে ওঠে বন্ধন। নরনারীর জীবন মাঝে যখনই হয়েছে আকর্ষণের দাবী হয়েছে সৃষ্টির গভীর মাত্রার বন্ধন। মানুষের কল্যাণব্রতে মশগুল হয়ে ঐ কল্যাণমনস্ক হয়ে আবর্তনের সোনালী বন্ধন।

জীবনের মাঝে যে সব বন্ধন প্রস্তুত হয়ে উঠেছে সেগুলি ক্রমে পরম্পরার সব বন্ধন করে দেয় দৃঢ়। পরস্পরের বন্ধন সুবর্ণ

সূত্রের অথচ জীবনের গভীর বিন্যাসে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে পরম্পরার সোনালী বন্ধন। আবার অধ্যাত্ম জগতের সব নিবেদন বন্ধন মুক্ত। সমাজ সৃষ্টি করেছে বন্ধন। বন্ধন হয়েছে ব্যাপ্ত সর্বত্র। জীবনের মুহূর্তগুলির স্মৃতি গভীরভাবে মনের অভ্যন্তরের চিত্ত প্রসাদ হয়ে ওঠে একান্তভাবে ঐ বন্ধনের ক্রম জাগরণ ঘটিয়ে দেয়। মিত্রবিকাশ আরও দৃঢ়ভাবে জগৎ বন্ধন গড়ে দেয়। নিজের কীর্তির মহিমায় আপ্লুত হয়ে নিজেরই মহিমার উপাদানের উপরই নেমে আসে বিপুল সব বন্ধনের নিত্য জাগরণ ভূমিতে বন্ধ হয়ে রয়েছে বিপুল বন্ধনের শক্তি। মনের বন্ধন স্বতঃই হয়ে ওঠে মুক্তির খোলা আবহে এগিয়ে যাওয়া।

অনন্ত এই সৃষ্টির মধ্যেই সৃষ্টির বাসনার বন্ধন। যা কিছু এই জগৎ মাঝে হয়ে রয়েছে এই নীল যমুনায় সৃষ্টি হওয়া একত্রে অনন্তের বিগ্রহ পটে এখন মনপাখির বিচরণ হয়ে উঠবে জগৎমাঝে সৃষ্টির অসীমের সত্যচেতন সীমায় করা বন্ধন করবে ছিন্ন।

সাধনধন করি নিবেদন দেবতার এই প্রকাশ পর্বে ঃ

পরমেষ্ঠিনো বঃ এষ যজ্ঞেন অগ্র আসীৎ।
তেন সঃ পরমং কাষ্ঠনাম আগচ্ছৎ
তেন প্রজাপতিম নিরাবসায়াৎ।
তেন ইন্দ্রং নিরাবসায়াৎ।
তেন ইন্দ্রং পরমং কাষ্টং আগচ্ছৎ
তেন অগ্নিসোমৌ পরমং কাষ্টং আগচ্ছতাম্
যঃ এবং বিদ্বান দর্শ পূর্ণমাসৌ
যজতে পরমং এব কাষ্টম গচ্ছতি।। (তৈ. উ. ১/৬/৯/৩)

কালের শুরু হয়েছে সৃষ্টির আদি পর্বে সূচনায়।
জেনেছে সাধন প্রাণ মহাকালের এই কালযজ্ঞের দিব্য প্রদীপ
কাল প্রবাহ নিয়েছে এগিয়ে জীবনের সব অঙ্গের নিত্য ব্যাপৃতি।
এখন জীবনের বার্তা হয়েছে সূচনা মহাকালের কালপ্রদীপ সমক্ষে।
জীবনময় এসেছে দিব্য প্রবাহের মধুবার্তা কালের একান্ত রচনায়
এখনই এসেছে এই জীবন সমক্ষে অনাবিল মাধুর্যের নিত্য ভাবপ্রদীপ।
দেবছন্দের স্পর্শের প্রেরণায় এসেছে সঞ্চয় জীবনের ধন সদা আলিঙ্গনে।
এখনই হয়েছে যে প্রয়াস জীবন পথের সঞ্চারে দিয়েছে সাধন উপহার।
পেয়েছি স্পর্শ তোমারই ছন্দের নিত্য আবর্তনে জীবনের এই পথমাঝে।
সৃষ্টির প্রভা হয়েছে দীপ্যমান বিশ্বের পর্বে পর্বে আলোক সঞ্চারে।
সাধন চৈতন্যের এখন ক্ষণ হয়ে মগ্ন জীবন মাঝে ভগবৎ ভাবস্রোতে।।

এখন করেই জেনেছি তোমায় ঃ

যঃ বৈ প্রজাতেন যজ্ঞেন যজতে প্র প্রজায়া পশুভিঃ।
জায়তে প্রাণেন কণায়াম্ দ্বাদশঃ মাসঃ সংবৎসরঃ দ্বাদশঃ।
দ্বন্দানি দশ পূর্ণ মাসায়ো তানি সম্পদ্যানি ইত্যাদিঃ।। (তৈ. উ. ১/৬/৯/৪)

যখনই জেনেছে প্রাণ ভগবৎ ভাবপ্রদীপের এই প্রকাশ পর্বে
সৃষ্টির কালপর্বে হয়েছে প্রাণের স্পন্দনের দৃপ্ত নবীন সূচনায়
এই সৃষ্টির পর্বে প্রকাশ তনু এখন হবে উপস্থিত সৃষ্টির আবর্তে
তোমারই করুণার দান এসেছে জীবনের এই প্রকাশ পর্বের উন্মোচনে।
প্রাণ মন হৃদয় হয়ে উঠবে ভরপুর জীবনময় হয়ে দিব্য প্রকাশ বার্তা নিয়ে।
জীবনের এই প্রকাশ যজ্ঞের এ চিত্র প্রকাশ আগামীর উন্মোচনের ক্ষণে।
দাও তোমারি স্পর্শের পূর্ণতায় এই সুপ্ত চেতনের নবীন অঙ্গন বর্ণাঢ্য।
জেনেছি তোমায় একান্তভাবে পেয়েছি আত্ম উন্মোচনের দৃপ্ত সাধন পর্বের উত্তরণে।।

বৎসম চ উপবস্নাজতি উযম্ চ অধিশ্রয়তি অব চ হন্তি।
দৃশদৌ চ সং অহন্তি অধি চ বাপতে কপালানি চ উপ দধাতি।
পুরোদশামং চ অধিশ্রয়াতি অজ্যাম চ স্তম্ভ যজুঃ চ হরাতি।

অভি চ গৃহ্ণাতি বেদীম চ পরিসৃহ্নতি পত্নিম্ চ সংনয়য়াতি।
প্রক্ষনিঃ চ অসাদয়াতি অজ্যাম্ চ।। (তৈ. স. ৯/৬/৯/৫)
অবারিত এই কৃপার জগতে হে দেবতা পেয়েছি তোমার পরশ।
যেমনে জগতে জীবনে তোমার এই দিব্য প্রকাশ শক্তিতেই করি যাপন।
এই পার্থিব জীবন তোমারই পরশের নিত্য উপলব্ধির প্রয়াসে হয়েছে আগ্রহী।
সদা প্রসন্নতায় হোক তোমার উপলব্ধির পর্বের একান্ত আবেশ
এখনই হয়েছে আগ্রহের দীপ্তি শিখাময় নিত্য আবেশের উন্মুক্ত এই পরিবেশে।
আলোর ধারা এসেছে এখন করতে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এই জগৎ প্রকাশ।
যে প্রবাহ এসেছে এই জীবনের মধ্য গগনকে দিতে সরিয়ে অস্তাচলের প্রাচীরে।
দেবতার এই জগৎ প্রকাশ হয়েছে করতে একান্ত উজাড় করে অন্তর প্রকাশে।
তোমারই স্ফূর্তি হয়েছে এখন জগতে বিস্তৃত সর্বত্রগামী একান্ত উজাড়।
সাধন-চেতনের এখন হয়েছে গতিষ্মান স্বভাবে পরিপূর্ণ স্থিতি জগৎমাঝে।
তোমারই প্রতিমা গড়েছি হৃদয় মাঝে সদা সচেতনতায় করে বরণ।
করেছি তোমায় একান্ত আপন জীবন মাঝে অনন্ত প্রকাশের এই জগৎ বাস্তবে।
তোমার ঐ দৈবী চেতন হয়েছে ব্যাপ্ত এখন জগৎ মাঝে হয়ে থাকা ব্যাপ্ত বাস্তব চিন্তন।

সত্যপথ ঃ এখন অনন্ত এই ভাগবতী সত্যের প্রকাশ। অসীমের সীমায়িত হয়েই তবে হয়েছে জগতের জন্য কাল প্রবাহ রচনা। কালের প্রদীপ যেমন করে হয় দীপ্তময় এই বিশ্ব প্রকাশ। বিশ্বপতির এখন বিশ্বময় এই লীলার রচনা। বিশ্বপতির বিশ্বব্যাপ্তি চেতনার নিরীখে হয়ে চলবে অনন্ত এই কালাতীত ভাবধারায়। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন এখন এই জগৎময়। জীবনপ্রদীপ করে রেখেছেন ভাস্বর শিখাময় স্বতঃই। উদার উন্মুক্ত এই চেতন প্রবাহ তার চেতন প্রবাহকে ক্রমাগত স্পর্শ দিয়ে সাধন প্রাণ মন হৃদয়কে একান্ত এক মালার অঙ্গীকারে রেখেছেন এখন নিত্য নিরঞ্জনের ভাবতী ভাববিকাশ ক্ষণ হয়েছে উপস্থিত। জীবনের ক্ষণ এখন দিব্য স্পর্শে হয়ে উঠবে পরমের জগৎক্ষণ। সময়ের প্রবার্হাদির সবই এখন হবে উন্মেষ।

সঃ এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মা আত্মানি আত্মনাৎ সঃ সং যচ্ছতি পাতি চ।। (ভাগবৎ, ২/৬/৩৯)
অনাদি অনন্ত প্রকাশ এই আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান।
কল্পে কল্পে নিজেকেই নিজে সৃষ্টি লালন ও সংহার।
করে থাকেন। তিনি সৃষ্টির কর্তা, আধার, সাধন একং কর্ম।
নিজেই বিশ্বের সৃষ্টি করেন আবার নিজেই
এই সৃষ্টির প্রতিটি কণা হয়ে বিরাজ করেন।।

আদিপুরুষ তিনি এই সমগ্র সৃষ্টির শুরুতেই দিয়েছেন ঐ প্রেরণার শক্তি। জীবন মাঝে হচ্ছে আবির্ভূত। ভগবানের আনুপূর্বক চেতন সংবেদ এখন সম্ভত। যে বাক হয়েছে প্রস্তুত। প্রস্তুত জীবনের এই জনক্ষেত্রমাঝে চলেছেন এখন সময়ের স্রোত। সময়ের প্রবাহ পথে এখন ব্রহ্মভাবের ছটা জীবনের পথে দিয়েছেন এগিয়ে জগৎ মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন ব্রহ্মবার্তা নানাভাবে। ভগবানের এই জগৎ বিকাশের ক্ষণে যে জীবের পথিকের এখন পথচলার সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলতে পারে এখন মানবের এই প্রত্যয় নিয়ে যেতে হবে এগিয়ে এ বিশ্বমাঝে রয়েছে অনন্ত বিস্তারী। এই চেতন আজ সকল বাধার প্রাচীরগুলি হয়ে উঠবে শূন্যমাত্রায়। ভগবানকে বরণ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়ে উঠবে দিব্য জীবন প্রবাহের স্পন্দন। একান্ত শূন্য অবস্থার মধ্য দিয়ে চলবে এগিয়ে করবে উন্মোচন নিয়ে এগিয়ে চলবে অনন্তের অভিযানে দিব্য চেতনের দিক নিয়ে একান্ত অদ্বিতীয়।

আত্মকৃতেঃ পরিনামাৎ। (ব্রহ্মসূত্র ২/১/২৬)
আত্মান চ এবম্ বিচিত্র চ হি।। (ব্রঃ সূঃ ২/১/২৮)

এখন সাধন প্রাণের আন্তর শক্তি হয়ে উঠবেন একান্ত নিবিড় ধারণ করে জগৎময় হয়ে রয়েছেন একান্ত সিদ্ধির দ্বার এখন হয়েছে পূর্ণ আশ্রয়ে নিত্য নিরজ্ঞস্বভায় এখন সিক্ত হওয়ার পর্ব। যা এখন করবে অনুসন্ধান আর জীবনমাঝে বরণ করে নেওয়ার। অনন্ত অসীম এখন হয়ে উঠছেন ধরিত্রী প্রকাশ। একান্ত আপনার এই ক্ষণের প্রবাহে এখন এসেছে ঐ প্রবাহ জগৎ মাঝে প্রতি

স্পর্শ দিয়ে দেবেন এই জীবনের সব করে ঐ ভাবপ্রদীপ হোক নিত্য দিনের প্রবাহকে। প্রাণেই এই নবীন জগৎ প্রকট হয়ে তাঁর জগৎ পরিচয় ক্ষণ।

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যগ সম্যক অবস্থিতম।
সত্যং পূর্ণং অনাদ্য অন্তং নির্গুণং নিত্যম্ অদ্বয়ম্।। (ভাগবৎ ২/৬/৪০)
মন প্রাণ হৃদয় আর ইন্দ্রিয়াদি সকল হয়েছে যদি বিশুদ্ধ নির্মল নিরাসক্ত
সাধন প্রাণের উপলব্ধি হয়েছে যদি ঐ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতনের অনাদি প্রকাশ
তবে সাধন প্রাণের একান্ত আগ্রহে ফুটে উঠবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভে অন্তরের শক্তি।
অনন্ত তাঁর ভাবপ্রকাশ হবে একান্ত বন্ধনহীন চেতনার অন্তর মাঝে উন্মেষে।
সত্য তিনি পূর্ণ তিনি আদি অন্ত বিহীন তিনি হয়েছেন বিরাজিত জগৎময় সর্বত্র।
এখন তিনিই বুঝিয়ে দেবেন নিত্য সনাতনের অদ্বয় প্রকাশ কেমনে করেন জগৎ বিরাজ।

ভগবানকে বরণ করতে হয় সরল বুদ্ধির সরল নিবেদনের মধ্য দিয়ে। সরল বুদ্ধির সরল নিবেদনে প্রত্যক্ষভাবেই তাঁর দর্শন স্পর্শ উপলব্ধি পাওয়া যায়। সরল মনের নির্মল জীবন প্রয়াসই ভগবানকে করে তোলেন অতিমাত্রায় আগ্রহী। যেন অন্তরের আকূতি এমনই হয়ে উঠছে যে তাঁর প্রতি ভালবাসা আর নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকতে চায় না। এমন ক্ষণ জীবনের কাছে দুষ্প্রাপ্য। বলা যায় লক্ষ-কোটী জনের মধ্যে মাত্র দু'চারজন। ভগবানে মন্ত্র নিবেদন সব সময়েই সম্ভব সকলের পক্ষে। বস্তুসমূহ নিবেদনও সবাই পারে যে যার মত করেই। যেটি পারে না সে হল একান্ত ব্যাকুলতা আর নির্ভেজাল ভালবাসা ভগবানের জন্য গড়ে নিতে। ভালবাসা সত্যি করে প্রস্তুত হলে যে ভক্তি দানা বাঁধে অন্তরে সে হল খাঁটি ভক্তি। একে বলা হয় অচলা ভক্তি – unperturbed devotions to God.

নবীন ভাবনার সদা দীপ্তিতে ঃ

এতানি বৈ দ্বাদশ দ্বন্দআনি দর্শ পূর্ণমাসৌ তানি যঃ।
এবম সম্পাদ্য যজতে প্রজাতেন এব যজ্ঞেন যজতে।
প্র প্রজায়া পশুভিঃ জীবন বিন্দু জয়তে।। (তৈ. উ. ১/৬/৯/৬)
এমনি হয়েছে সাধন মার্গের আহ্বান জীবন মাঝে।
আহ্বান এসেছে তোমারই এই সাধন পর্বের আহ্বানে
হয়েছে অবদান জীবনের পর্বে পর্বে করে রচনা তোমারই পথে।
অনুরাগের পটভূমি আজই যেখানে হয়েছে তোমারই প্রকাশ।
তোমারই পথপানে এগিয়ে চলবার অনন্য শক্তির সমন্বয়ে।
দ্বাদশ পর্বের এই সাধন বিদ্যার অর্জন করি অর্পণ তোমায়।
তোমারই অনুরাগের নিবিড় জাগরণে হোক ভাস্বর তোমার পথ।
মানবের এই মিলন যজ্ঞের সব জীবন প্রতিরূপ অন্য প্রাণের মাঝে
হয়েছে দেবতার এ মিলন মঞ্চ সদা প্রবহমান অনন্য ভাবপ্রবাহে।।

শাশ্বত সমাতনের ধ্রুব সত্যের উন্মোচন ঃ

ধ্রুবঃ অসি ধ্রুবঃ অহং সজাতেষু ভুয়াসং ইত্যাহঃ।
ধ্রুবান্ এব এনান কুরুত উগ্রঃ অপ্রতিবাদিনঃ এবৈনান্।
সজাতেষু ভূয়াসং ইত্যাহঃ অপ্রতিবাদিনঃ এবৈনান।
কুরুতে অভিভূঃ অসি অভিভূঃ অহম সজাতেষু।
ভূয়াসং ইত্যাহ য় এবৈনাম্ প্রতি উৎ পিপীতে তম্ উপাস্যতে।। (তৈ. স. ১/৬/১০/১)
নিত্য তুমি জগৎ মাঝে ধ্রুব তুমি সৃষ্টির পর্বে শাশ্বত তুমি ত্রিজগতে।
তোমারই এই ধ্রুব নিশ্চিত জীবন প্রবাহে হয়ে থাকে জগৎ মাঝে।
নিত্য দিনের এই প্রবাহ হবে জীবনের প্রবাহ পথে জগৎময় জীবন সঞ্চারে।
নিত্য চেতন প্রবাহটি হোক জাগ্রত এই জীবনময় জগতের পটে।
হোক তোমারই দিব্য পরশের প্রবাহ নিত্যদিনের যুগ জাগরণের সময়ে।
নবীন এই জীবন প্রবাহের হোক উন্মোচন কর্মের নিশ্চয় ভূমিতে।

এখন তোমারই জাগরণের ক্ষণ পর্বে হোক তোমার স্ফূর্তি।
জীবনের এই উন্মেষ পর্বে আসুক তোমার নিত্য পরিচয় সদা উন্মোচনে।।

দৈবী প্রবাহের জীবন যজ্ঞে ঃ

যুনাম্নি ত্বা ব্রহ্মান দৈব্যেন ইত্যাহ এষ বঃ অগ্নেঃ।
যোগঃ তেন এবৈনাম যুনক্তি, যজ্ঞস্য বৈ সমৃদ্ধেন।
দেবাঃ সুবর্গম্ লোকম্ আয়ন্ যজ্ঞস্য বৃদ্ধেন অফুরান পরা।
অবাভয়ন্ যৎ মে অগ্নে অস্য যজ্ঞস্য ঋষ্যাৎ ইত্যাহ
যজ্ঞস্য এব তৎ সমৃদ্ধেন যজদ্ধেন যজমানায়ঃ সুবর্গম্
লোকম এতি যজ্ঞস্য বৃদ্ধেন ভ্রাতৃভ্যাম্ পরা ভাবয়তি।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/২-৩)

অগ্নির তাপনে হোক জাগ্রত ব্রহ্মশক্তি সাধক জীবনে।
যেমনে হয়েছে যজ্ঞের বেদী প্রস্তুত জীবনের প্রস্তুতিতে।
জগতের কর্ম প্রবাহে আসুক এই জীবন প্রভা করতে বরণ।
তোমায় হে দেবতা পরম ব্রহ্ম সনাতন মার্গে এখন।
তোমারই সাধনের এই অনুপম্ ব্রতের নিবিড় ভাবসঞ্চারে।
দেখি তোমায় এই নিবেদনের পটভূমিতে তোমারই ভাবপর্বে।
যা কিছু দেখেছি তোমারই ভাবসঞ্চারের এই যজ্ঞপর্বে।
উজাড় করা এই নিবেদনে হোক তোমারই নিবিড় অভিষেক।।

চেতন আবেশে দিব্য অনুভব ঃ

অগ্নিহোত্রম এতাভিঃ ব্যার্হিভিঃ উপ সদায়েৎ।
যজ্ঞ মুখম্ ব অগ্নিহোত্রম্ বহ্ম এত ব্যর্হতায়।
যজ্ঞ মুখম্ এব ব্রহ্ম কুরুতে।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/৪-৬)

দেবতার দেওয়া এই উদার ব্রতের পথ করি পরিক্রমা
অগ্নি বিশুদ্ধি দিয়েছে ঐ উদার ব্রতের ভক্তি নিবেদনে
অন্তরে বাইরের এই ক্ষণে হয়েছে পরম নিবেদনের আর্তি।
দেবতায় সমর্পণের জন্য হয়েছে প্রাণের মনের উদার প্রস্তুতি
যেমন করে নিয়ে আসে জগতের মাঝে ভাব বিস্তার
তেমনি আগ্রহের দীপ্তি নিয়ে আসুক তোমারই উপলব্ধির সঞ্চারে।
দর্শনের দীপ্ত অনুভব এনেছে চরণ স্পর্শের এই বোধ নিত্য পথে
ব্রহ্ম সাধন পথে এসেছে তোমার মাধুর্যময় পরশ অনুভবে চেতন আবেশে।।

প্রজ্ঞার সঞ্চার ঃ অহেতুকি ভালবাসা থেকে ভক্তি সঞ্চার হয়। ভক্তি সাধকের অন্তরের অন্তরতম বস্তু। এটি কোমল, আলোকময়, বিশুদ্ধ, নিরাসক্ত, অবৈর, ভক্তি জীবনের সার হয়ে উঠলে সেটি হয়ে যায় চেতনায়। ভক্তির লালনে ফুটে ওঠে আনন্দ। ভক্তজীবন স্বতঃই হয়ে ওঠে আনন্দপূর্ণ। হয়ে যায় দৈবী পার্থিব আনন্দের রস পেতে চায় না। বিষয়ের আনন্দ ভক্তজীবনের কাছে গ্রাহ্য নয়। ভক্তজীবন স্বতঃই উঁচিয়ে থাকে কখন তার হবে সময় ভগবানের চেতন স্পর্শ নতুন করে বরণ করে নেওয়ার।

ন তস্য কার্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে। (শ্বেতা. উ. ৬/৮)
ন সন্দৃর্শে তিষ্ঠতি রূপম অস্ত। (শ্বে.উ. ৪/২০)
যম এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।
তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম।। (কাঠ. উ. ১/২/২৯)

ভক্তিজীবন যখন এগিয়ে চলে ভগবানকে বরণ করতে, ভাবে, প্রেরণায়, অনুভবে, পেয়ে যায় জীবনের মহামূল্যবান চেতন সংযোগ। একান্ত ব্যাকুলতায় ভগবানের জন্য যখন অন্তর প্রদেশ হতে পারে চেতনময়, অনুভবে পরিপূর্ণ; মহানন্দে আপ্লুত হয়ে যায় অন্তর চেতন। আনন্দময় এই অন্তর প্রদেশের অবস্থান হয়ে ওঠে ভগবৎ অবিলাষী, যে আনন্দ অন্তরে হয়ে গিয়েছে এখন আবেশিত আলোকময়; এটি জগদানন্দ বা বিষয়ানন্দ নয়। ভক্তজীবনের এই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ এই জীবন মাঝে ভগবানকে আবাহন করে নিয়ে এসে একান্ত নিবেদনের মধ্য দিয়ে স্বতঃ প্রকাশ এই জীবন চেতন এই একান্ত নিবেদনের পর্বে হয়ে যায় জীবনের এক

নিবিড় সম্পদ। জীবনের এই অনন্য চেতন ক্ষণ স্বতঃ বিকাশের পর্বে এই ব্রহ্মানন্দকেই চায় আস্বাদন করতে অনুভবের পথে উপলব্ধির আলোয়। জীবনের এই অনুভব ভক্তি সঞ্চারী। যা ছিল ভক্তির সত্তার এখন তারই আরও ব্যাপ্ত হয়ে জীবনের সর্বপ্রান্ত অধিকার করে নেবার ক্ষণ। যে বিশেষ প্রক্রিয়ার পথ হয়েছে অনন্ত বিকাশের এই ধারায় একান্ত ব্যপ্ত এখন ভক্তির ভাবদারায় সে হবে স্নাত।

যতঃ প্রত্যক্ সর্বতঃ ইহঃ অপি অন্তরম্।
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইতি আরভ্যঃ। যঃ আত্মানম অন্তরম্ যময়াভিঃ। (বৃহ. উ. ৩/৭/৩)

প্রত্যেকের জন্য ভক্তি সোপান স্বতন্ত্র। ভগবানও ভক্তের সম্পর্কটি বুঝতে হলে মায়ের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের পথচলা অনুধাবন করতে হবে। মায়ের মনটি শিশুর মনের মধ্যেই প্রবেশ করে যায়। এই বিশ্বমাঝে সব প্রাণেরই রয়েছে অন্তর রাজ্যের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটি ভক্ত অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন একমাত্র তখনই, যখন ভগবানের মধ্যে তিনি খুঁজে পাবেন একটি প্রকৃত মা। ঋষিগণ অনুধাবন করেছেন অন্তর মাঝে অবস্থান করে রয়েছেন আত্মা-একই, ঐ অনন্ত অসীম পরমাত্মাই আত্মারূপে অবস্থান করে রয়েছেন অন্তরে। এক ও অদ্বিতীয় এই পরমাত্মা এক হয়েই বহুর মধ্যে অংশমাত্রায় বিরাজিত। অংশ বলেই অনুমান করা হয়েছে কিন্তু অংশ নন, পূর্ণ তিনি এখন একান্ত বিকাশে বিরাজমান। আত্মা রূপে তাঁর এই অবস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র। তাই প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তিনি বিরাজ করছেন। একান্ত বিশেষ হয়ে নিত্য নিরঞ্জনের কালসীমায় স্থিত পার্থিব চেতনের অংশমাত্র হয়ে। অংশ, অথচ, পূর্ণ।

বিশুদ্ধং কেবলং বিশেষণ শুদ্ধম্ এব।
ন তু অবিদ্যা বিদ্যম্ ইতি অথঃ। অয়ম্ আত্মা অপহত পাপ মা। (ছা. উ. ৮/৭/১)

পরম বিশুদ্ধ চেতন হলেই তবে ভগবানকে সঠিকভাবে চিনে নেওয়া যাবে। তিনি একান্ত নিজস্ব ভাব পরিমণ্ডলে হয়ে রয়েছেন ব্যাপ্ত। নিত্য সনাতন হয়েও তিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছেন সময়ের রথের সঙ্গে হয়ে যুক্ত। তিনি অনন্ত পথের একান্ত দিশারী। তিনি সদা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন বায়ুতে, জলে, অগ্নিতে, আকাশে, ভূমিতে, শূন্যে, মানবের অবয়ব মাঝে, সর্বজীবে আবার জগৎ ব্যাপ্ত সব উপাদানের মধ্যে। তাঁকে জানা আর তাঁর আনুভব অন্তরে পোষণ করা যেন যুগপৎ অথবা একই প্রক্রিয়ার দুটি স্বতন্ত্র পর্ব। জীবনের দেবতা যখন জীবন মাঝে হয়ে ওঠেন দৃশ্যমান - অনুভবের গাঢ়তায় তারই যেন হয়ে ওঠে জীবনে জীবন বোধ। এমন করেই জীবনের মাঝে অনুভবের প্রক্রিয়ার পুনরায় রচনা শুরু হয় যে জীবনের সব মর্ম ও জ্ঞানের সীমা করে অতিক্রম বিকশিত চেতনা ফুটে উঠবে জীবনের মাঝে।

তত্র জ্ঞানম্ ইতি বিশেষ্যম্ তৎ চ সুখ স্বরূপম্ এব
বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্মঃ। (বৃ. আ. উ. ৩/৯/২৮)

অনুভবের দীপ্তিই জ্ঞানের দীপশিখা হয়ে জীবনের মাঝে গড়ে দেয় অনাবিল আনন্দ ধারা। যে জীবন এই আনন্দের ক্ষণস্পর্শ পেয়েছে কোনওভাবে, তার জানা হয়েছে জৈব আনন্দের যত সুখবিধি রয়েছে সবই ক্ষণমাঝে যায় নিভে। অন্তর মাঝে নিভে যাওয়া এ আনন্দের দীপ্তি জীবনকে ছুঁইয়ে চায় চলতে এগিয়ে। একান্ত আপন হয়েও তিনি হয়ে যান কেমন যেন। অনির্বচনীয়। বলা যায় কেবল নিজেকেই। ভক্তজীবন পারে না ভক্তির স্রোতকে বর্ণনা করতে। কেউ বা যদি অনুভবের স্রোতকে অন্তর মাঝে বুঝতে না পারেন তবে প্রত্যয়ের গণ্ডী যেন সেখানে ভেঙে যায়। একে বলা হয় ট্রানজিশনাল ফেথ। ক্রম বিকশিত বিশ্বাসের ধারা ক্রমান্বয়ে ধারণ করে নেয় জীবন মাঝে একান্ত পটভূমিতেই। জ্ঞানের অগ্নিশিখা এখন অন্তরের ভাবস্রোতে ভেসে চলে।

প্রাপ্ত ব্রহ্মচেতনের নিবেদন ঃ

সম্বৎসরে পর্যাগতঃ এতাভিঃ এক উপ সদায়েৎ।
ব্রহ্মণ এব উভয়তঃ সম্বৎসরম্ পরি গৃহ্নাতি।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/৬-৭)

যখনই হয়েছে অন্ত পার্থিব আকর্ষণের সময়ের ক্ষণ প্রবাহ
এসেছে তখনই জীবন মাঝে সাধন প্রস্তুতির বিভিন্নতার স্বাদ।
এখন জীবন ভোর যা কিছু হয়েছে প্রকাশ মাধুর্য অন্বয়ে ভাস্বর
হোক অনন্য উদ্বোধন যেমন করে হয়েছে প্রয়াসের নিত্য প্রাচুর্য।
এমন করেই আসুক তোমারই আগ্রহের দীপ্তি নিত্য প্রবাহ সকাশে
হোক চেতন সমন্বিত ব্রহ্ম ভাবচেতনের নিত্য মাধুর্যের দৃপ্ত ব্রতপথে।
সময়ের গতি এনেছে বৎসর সীমায় তোমায় করতে আরও বিস্তৃত অনুভব।
তোমারই দান এই ব্রহ্ম চেতন করি নিবেদন তোমারই শ্রীচরণ কমল উপান্তে।।

পূর্ণে বা শূন্যে করেছি যোগসূত্র স্থাপন তোমায় ঃ দশাপূর্ণমাসৌ চতুর্মাস্যাটি অনভানি এতাভিঃ ব্যহৃতিভিঃ।
হববিং ষি আ সদয়েৎ যজ্ঞমুখম্ বৈ দশপূর্ণমাসৌ চতুর্মাস্যানি
ব্রহ্ম এত ব্যহৃতায় যজ্ঞমুখ এব ব্রহ্ম কুরুতে সম্বৎসরঃ।
পর্যাগর্ত এতাভিঃ এব অসদয়েৎ ব্রহ্মণ এব
উভয়তঃ সম্বৎসরম পরি গৃহ্লাতি।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/৮)
কখনও পূর্ণমাত্রায় নিবদ্ধ কখনও আবার করি বরণ শূন্যে।
তোমারই দিব্য ভাববিন্দু হয়েছে স্থিত এই জীবন অভ্যন্তরে।
এখন দিয়েছ জীবন মাঝে জাগরণ ক্ষণ করেছি সংহত যজ্ঞধন।
দিয়েছি আহুতি প্রাণের যা কিছু সম্পদ মনের চেতনার সমাহারে।
জীবনের ধন দিয়েছ বহু মাত্রায় করেছ পূর্ণ তোমারই দিব্য ধনে।
এখন হবে বাঙ্ময় তোমার নিত্য চেতন এই পার্থিব পরিচয়ের অন্তর মাঝে।
সময়ের দাবী হয়েছে পূরণ জীবনের পর্বের অঙ্গীকারে হয়ে দিব্য চেতনে ভরপুর।
এখন যা কিছু এসেছে চেতনার পটে চিরন্তনী ভাব বিকাশ আর সঞ্চারে।।

ব্রহ্মনিবাসে ব্রহ্ম দীপ্তি ঃ যৎ বৈ যজ্ঞস্য সম্ম ক্রীয়তে রসত্রাস যজ্ঞস্য অসিঃ।
গচ্ছতি যৎ ঋচ বিষম যজ্ঞস্য অসি গচ্ছতিঃ।
অথ ব্রহ্মণঃ অনাশিঃ কেন যজ্ঞেন যজতে সমিদ্ধেনিঃ।
অনুবাস্মম এত ব্যহৃতঃ পুরস্তাৎ দধ্যাৎ ব্রহ্ম এব।
প্রতিপাদম্ কুরুতে তথা ব্রহ্মণঃ শর্শিঃ। কেন যজ্ঞেন যজতে।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/৯)
হয়েছে প্রস্তুত এই জীবন চেতনে করতে বলিদান সারমর্মে।
এখন আসুক ঐ কৃপার আবহ জীবন মাঝে আনতে অনুপম শক্তি।
এখন হোক সমন্বিত জগৎ চেতনের কর্মদ্যোতনা তোমারই চিত্ত প্রসাদের মাধুর্যে।
জীবন পথে হয়েছে সঞ্চার ধ্রুব চেতনের অনন্ত বিকাশের সাক্ষাতে।
এই জীবন ক্ষেত্র হোক ব্রহ্মনিবাস হোক তোমারই দখলদারি করি আহ্বান
এখন নিবেদনের এসেছে সময় তোমারই ভাববিকল্প করি আধিষ্টেন জগৎময়।
তোমার সনে এনেছি উপহার জগৎ ব্যাপ্ত মিলনের দৃপ্ত প্রয়াসে।
যম্ কাময়তে যজমানতে ভ্রাতৃভ্যাম অস্য যজ্ঞস্য অসি।
গচ্ছেৎ ইতি তস্য তে ব্যহিতিঃ পুরাতিভ্যাম দধ্যাৎ।
ভ্রাতৃব্য দেবত্য বৈ পুরঃ অনুবাক্য ভ্রাতৃব্যম্
এব অস্য যজ্ঞস্য অসিঃ গচ্ছতিঃ।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/১০)
সাধন পথের পূর্ণ নিবেদনে হয়েছে সংহত প্রাণ-মন-হৃদয়।
দেবতার দান এসেছে জীবনমাঝে নবীন উন্মেষ প্রয়াস-জীবনে।
চলেছি এগিয়ে অনন্ত চেতনের সীমাহীন ভাবসংবেদের সংগ্রহে।
তোমারই পথ অভিমুখে চলেছি এগিয়ে তোমারই কৃপার আকর্ষণে।
এখন আসুক প্রাণের মাঝে তোমারই কৃপার প্রদীপ নিয়ে অনন্ত বার্তা।
দিব্য পরিবেশে মনের অঙ্গন হয়েছে দিব্য চেতনের মাঝে এই ক্ষণে।
সমন্বিত হোক তোমারই শক্তির নিত্যপ্রভাব একান্ত আশ্রয়ের উন্মেষে।
আসুক তোমার শুভেচ্ছার শক্তি করতে বরণ তোমায় সদাই নিত্য ভাবমার্গে।
যে অন্বয় হয়েছে স্থিত জীবনের মাঝে হোক তারই নিত্য স্ফূর্তি।

বিশুদ্ধ কর্ম ঃ ভক্তিতে জ্ঞানলাভ হয় সহজে। ভক্তিতে হয় প্রজ্ঞার মূল সঞ্চার। ভক্ত চান না প্রজ্ঞার আগ্রহে হতে আবদ্ধ। ভক্ত হয়ে যায় জীবনের মাঝে মুক্ত এক বিকাশশীল প্রাণ। ভক্তের মন প্রাণ হৃদয়ের মাঝে প্রজ্ঞার প্রভা এসে যায়। ভক্তির স্রোতটি

এমন যে প্রজ্ঞার দিকে সহজে মন যায় না। আবার মনের মাঝে যখনই আসে আকাঙ্ক্ষা ভক্তজীবন হয়ে ওঠে একান্তভাবে এক মুক্তি। ভগবানের নিজ মহিমা; ভগবানের সৃষ্টির মহিমাদি প্রজ্ঞার আশ্রয়ে ফুটে ওঠে। একান্তভাবে হয়ে ভগবানে নিহিত হয়ে নিজস্ব নিবেদনের পথে ভগবানকে সেবার মাধ্যমে আর সব নিবেদন দিয়ে প্রাণের মাঝে বরণ করে নিয়ে হয়ে ওঠে জীবনের মাঝে প্রকট। এমন সব জীবন প্রবাহ এসে যায় প্রাণের মাঝে করে একান্ত নিবেদন ভগবানের প্রতি নিবিড় ভাব প্রবাহে হয়ে নিমজ্জিত ভক্তপ্রাণ হয়ে ওঠে নিত্য প্রভায় উদ্ভাসিত প্রকাশময়।

সর্ব সত্তাপ্রদ স্বরূপমঃ তু নিত্যম্ অব্যয়ম্।
পৃথগ বস্তু রঞ্জিত তৎ ভয় রহিত চ এতৎ ইতি অর্থঃ।
একম্ এব অদ্বয়ং ব্রহ্ম। দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি।। (বৃ. উ. ১/৪/২)

সমগ্র চেতন যখন একত্বের বোধে গড়ে তোলে অদ্বয় ভাব প্রবাহ। এক তিনি অবয়বের মধ্যে অনন্ত সত্য প্রবাহ ধারণ করে গড়ে তোলেন একান্ত ভাবে গড়ে দেয় অন্তর মাঝে ঐ অদ্বয় ব্রহ্মকে করে উদ্ভাসিত প্রজ্ঞার দৃষ্টি হয়ে ওঠে মূর্ত। প্রজ্ঞার এই দৃষ্টিতে হয়ে ওঠে জীবনের মাঝে একান্ত প্রকাশী নিত্য নিবেদনের একান্ত প্রবাহ। এখন ঐ দৃষ্টির অংশ হয়ে ফুটে ওঠে ঐ পূর্ণ প্রকাশ, পূর্ণত্বের জগৎ বিস্তারে। এমন করেই গড়ে উঠবে জীবন মাঝে এক ভক্তির মন্দির। প্রজ্ঞার পরিকাঠামোয় এই মন্দিরে জগৎ কর্মের একান্ত প্রবাহ এগিয়ে চলে একান্ত নিবেদনের এক প্রবাহ রূপে। নিবেদনের এই প্রবাহ হয়ে উঠবে ক্রমবিকাশী বিশুদ্ধ মন প্রাণের আশ্রয়ে হতে গণ্ডীবদ্ধ সদা চঞ্চল এই ভাবপ্রবাহ নিত্য বিকাশের দ্বার করে উন্মোচন জীবন কর্ম সাগরে করবে নিত্য অবগাহন। নিত্য কর্ম, প্রারব্ধ কর্ম, কর্তব্য কর্ম বিকশিত হয়ে জীবন মাঝেই গড়ে উঠবে কর্মে অবগাহন নিষ্কামে, প্রজ্ঞার রথে হয়ে দেবগামী হয়ে ভকিতর নিবেদনে মগ্ন।

তৎ এবম সর্বেষাং তৎ মূল ইহ অপি অস্তি।
ভিন্নং স্বরূপম্ বৈলক্ষ্যনম্।
অন্যথা নম যং বিদন্তি তত্ত্বেন। (ভাগ. ২/৬/৩৮)

সেই তিনিই ঐ অনন্ত অসীম মহাশূন্যের পটভূমিকে অন্তরে করে ধারণ জগৎ পটে করবেন সদা বিচরণ। মহারাজাধিরাজ পরম শিবশূন্যতায় হয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছেন সর্বমুক্ত এক অনন্ত শূন্যরূপী ভাগবতী তনু। নিরাবয়ব এখন হয়ে রয়েছেন চলমান অবয়বের পরিকাঠামোয় বিধৃত মহাশূন্যের রূপমাঝে অরূপের মহাশূন্যের এক অনবদ্য জগৎরূপ ঋষি। রাজর্ষি হয়েছেন এখন ব্রহ্মানন্দের জগৎ বিস্তার ঘটিয়ে দেবাদিদেবের জগৎ যজ্ঞকে এক সচল পার্থি মাত্রার সত্যকে একান্তে বরণ করে নিয়ে অনন্ত এই ভাবপ্রবাহকে বরণ করে নিয়ে এক নতুন ন্যাস যোগে আগ্রহী জনকে গেঁথে নিয়ে এগিয়ে চলবে এখন প্রজ্ঞার কর্মরথ ভক্তির দড়ির টানে পৌঁছে যাবে সচ্চিদানন্দ পরমাশ্রয়ে।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ।
যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ।
পৃথিবীম অন্তরঃ যময়তি এক্যঃ এতৎ আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।। (বৃ. উ. ৩/৭/৩)

বিশ্বমাঝে হয়ে রয়েছেন ভগবান সদাভাস্বর জীবনের পর্বে পর্বে। এমন ভাববিকাশ এখন জগৎমাঝে হয়েছে বীজ সংস্থান ব্যাস্ত বিস্তৃত হয়ে উঠবে এই জগৎ মাঝে জীবনের এই নিত্য বিকাশ পর্বে। ভগবানের চরণ স্পর্শ এখন বিশ্বব্যাস্ত। বিশ্বের প্রান্তে মধ্যে দিকে দিকে এখন হবে সত্যের নক্ষত্র জাগরণ। সত্যময় এই নক্ষত্রাদির এখন নিত্যদিনের পুষ্প হয়ে ফুটে ওঠা। প্রতিদিনের ভাবনায়-কর্মের মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার লালনে এক একটি ব্রহ্মসূত্রের গ্রন্থি উন্মোচন হয়ে চলবে। একান্ত পর্বের মধ্য দিয়ে জীবনের কর্মস্রোত পথ করে তুলবে বাসনা-কামনাা বর্জিত, সবপ্রকার মন-প্রাণ-হৃদয়ের বন্ধন, সর্বপ্রকারের আবিলতার পর্ব করে উন্মোচন জীবনপথের বহ্নি প্রকাশ হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে প্রশান্ত কোমল এক নিরাবয়বের বায়ুর রূপ পরিগ্রহ হয়ে বিরাজমাত্র এক শাশ্বত চেতনের জগদানন্দের প্রলেপ ক্ষণমাত্রায় পরিগ্রহ গ্রহণ। বিচিত্র বহুমাত্রার এই নিত্য উন্মোচনীর এখন ক্ষণ এসেছে জীবন প্রকাশের মায়ার অতিক্রমী এক অনির্বচনীয় মহাপ্রকাশ। এখন ব্রহ্মসত্য স্বতঃই কালপর্বে করে প্রবেশ কর্মের রথচক্র করে আবর্তন হয়ে চলেছে জগতের ভাগবতী জীবন।

বহুজনের সামগ্রিক মুক্তি ঃ যান কাময়তে যজমানানি সমাবতী এনান যজ্ঞসা।
অসিঃ গচ্ছেৎ ইতি তেষাম এতি ব্যাহৃতীঃ।

পুরোনু বাক্যায় অর্ধঃ ধ্রুচম একম দধ্যাৎ যজ্ঞায়ে।
পুরোস্তাৎ একম্ যজ্ঞায় অর্ধঃ ঋচ একম্।
তথা এনম পুরোস্তাৎ সমাবতী যজ্ঞস্যঃ অসিঃ গচ্ছতি।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/১১)
নিবেদনের এই ক্ষণে এখন এসেছে আহ্বান জনহিত তরে
এখন জেনেছে ব্রহ্ম সাধন পথে ঐ আহ্বানের অঙ্গীকার
যদি ফিরে আসে আহ্বান পুনরায় হবে জগৎ জনের কল্যাণে
দিব্যপথের আবর্ত আসবে ফিরে যে হয়েছে আকাঙ্খী ব্রহ্ম সাধনে
বহু জনের মুক্তির ক্ষণ হয়েছে উপস্থিত এখন হয়ে নিত্য পথে জীবন ব্যাপ্ত।
দেবতার দান হয়েছে প্রস্তুত চেতন পথের এই উন্মোচনের নিত্য পর্বে।
দেবতার তরে হয়েছে যে নিবেদন হোক তার স্বার্থ শূন্য অর্পণ।
এখন যজ্ঞপথেণ যা কিছু রয়েছে বাধা হোক তার নিঃশর্থ উন্মোচন।।

সাধন নিবেদন হোক পূর্ণ ঃ যথা পর্জন্যঃ সুবৃষ্টং বর্ষতি বেম যজ্ঞ-যজ্ঞমানায়।
বর্ষতি স্থালয়া উদকম্ পরিগৃহ্ণন্তি আশীষ।
যজ্ঞম্ যজমানাঃ পরি গৃহ্ণতি ব্যাপ্তম।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/১২)
এখন অগ্নির সাধন ব্রতের যজ্ঞপথ হয়েছে নিশ্চিত।
সাগর মাঝে হয়েছে সৃষ্টির দৈবী অগ্নি প্রাণের উদ্দীপনে।
যে সাধক মন প্রাণ হৃদয় হয়েছে উন্মুখ এই দিব্য পথের হতে সাথি
হোক তারই নিবেদনের দৈবী বরণ আর কৃপার ধারা করে উন্মোচন।
দেবতার দানে হয়েছে যেমন মেঘ বরণ বজ্রের তীব্রতায় করে আশ্রয়
বর্ষণের ধারা এসেছে নেমে ধরিত্রীর বুকে হয়ে কৃপার নিত্য পরিচয়।
এখনই আসুক ঐ জীবনের সংবেদ সদা তীব্রতায় করতে মান্য জগতে।
হোক ঐ দেবতার পরম পরিতৃপ্তীর এই সাধন নিবেদন পরিপূর্ণ।।

আত্মনিবেদনে ব্রহ্ম স্পর্শ ঃ মনঃ অসি প্রজাপত্যাম্ মনসা মা ভূতেন অভীপ্সা ইত্যাহু।
মনঃ বৈ প্রজাপত্যাম্ যজ্ঞ মান এব যজ্ঞম্।
আত্মন ধত্তে ভাগ অসি ঐন্দ্রী সপত্না ক্ষয়ানি বাচ সা।
ইন্দ্রিয়েন অভীষা ইত্যাহু ঐন্দ্রী বৈ বাগ
বাচম্ এব ঐন্দ্রীম্ আত্মন ধত্তে।। (তৈ. উ. ১/৬/১০/১০)
দেবমনের সত্য চেতন আর আনন্দের সম্পদ হয়েছে ভাস্বর।
এখন হয়েছে যুক্ত অবাধ গহনে এ জীবন কর্মের সংকল্প।
প্রবহমান আনন্দের জগৎ স্পর্শ করে অতিক্রম এসেছি চৈতন্যদ্বারে।
এখন ভগবানে একান্তভাবে করে আশ্রয় চলেছে জীবন রথ এগিয়ে।
যে ভাবদীপ্তি হয়েছে জীবন মাঝে ভাস্বর হোক তার গভীর নিমগ্নতা
আত্মনিবেদনের এই ক্ষণ পর্বে আসুক গভীর দ্যোতনায় দৃঢ় বিস্তার।
নিত্য আহ্বানের এই স্পন্দন হোক জীবনের পথচলায় কর্মের মাঝে ভাস্বর
তোমারই নিত্য বিকাশের ক্ষণপর্বে হোক জীবনের নবীন জাগরণ।।

যজ্ঞপথের চেতন নিবেদন ঃ যঃ বৈ সপ্তদশাম প্রজাপতিং
যজ্ঞং অন্বয়াত্তম্ বেদ প্রতি
যজ্ঞেন তিষ্ঠতি ন যজ্ঞাৎ ভ্রংশৎ।। (তৈ.উ. ১/৬/১১/১)
এখন মনের মাঝে নবীন সৃষ্টি হয়েছে উদ্গাত ভগবৎ পথে।
দেবতার প্রতি মনের এখন নিত্য প্রণতি সদা স্বয়ে তোমারই পথে।

জগৎ ব্যাপারে হয়েছে বিস্তৃত দিব্য মনের নিত্য সারথি
অনাবিল আনন্দের এই ক্ষণ দিয়েছে এনে ভাগবতী বার্তা।
জীবনের এখন জাগরণ ক্ষণ ব্রহ্ম পথের এগিয়ে চলায়
হয়েছে সঞ্চয় দিব্য চেতনের জগৎ প্রকাশ নিত্য সান্নিধ্যে।
সপ্তদশ ধারায় হয়েছে প্রবাহিত দেবচেতনের বৈচিত্র পর্ব।
এখন সত্যময় এই জগৎ চেতন হোক একান্ত আগ্রহের উন্মোচনী।।

অনন্ত ভক্তি ঃ সকলের মধ্যে নিজ চেতনকে অনুমাত্রায় করেছেন তিনি গ্রথিত। অনুমাত্রার এই চেতন এখন ঐ অনন্ত চেতনের সঙ্গে হয়ছে মুক্ত। সদা যোগসূত্রে হয়ে আবদ্ধ তিনি তিনি হয়েছেন প্রেরণার শক্তি আর প্রেরণার উৎসভূমি। নিজ জীবনের মাঝে হয়েছেন তিনি স্বতঃ প্রকাশী কে একান্ত বিকাশী সদাভাস্বর এক জ্যোতির্ময় চেতন বলয়। জ্যোতির্ময় এই চেতন বলয় এখন জীবনের সব আশ্রয়ের সীমার মাঝে আবদ্ধ। ভক্তজীবন এখন ঐ বলয় ধারণ করেই জগৎ কল্যাণ ব্রতে এখন হয়েছেন নিত্য সহযোগী।

একঃ দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ় সর্বব্যাপী সবভূতঃ অন্তরাত্মাঃ।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতঃ অধিবাসঃ সাক্ষীঃ চেতাঃ কেবলঃ নির্গুণঃ চ।। (শ্বে. উ. ৬/১১)

আত্মারূপে অন্তর মাঝে তাঁর অবস্থানের লীলা মাধুর্য এখন জগতের কল্যাণব্রতে হয়ে উঠছেন নিত্য নিরজ্ঞনের জগৎ সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে জগতের রাজর্ষি এখন জগৎ মাঝে সত্য-যজ্ঞের করবেন উদ্বোধন। এখন যে ফুটিয়েছে অন্তর মাঝে ভক্তির পুষ্প; যেপ্রাণ হয়েছে প্রজ্ঞার আলোকে মণ্ডিত; যে প্রাণ হয়েছে নিষ্কাম কর্মপথে ভগবানে নিবেদিত একাত কর্মপথে ব্যাপৃত তারই হয়ে উঠবে ব্রহ্ম প্রাপ্তি। স্বতঃই ব্রহ্মস্পর্শের পরমানন্দ জীবনের পথকে করে তুলবেন সত্যস্নাত ভাগবতী চেতনময়। এখন গ্লানিমুখর রয়েছে যত জীবন; গ্রানির পথকে কোনওভাবে বরণ করে নিয়ে চলবেন এগিয়ে ব্রহ্মস্পর্শের শিববার্তাকে করতে ব্যাস্ত জগৎময় জীবনের সব অনুভব করে জগৎপথের এগিয়ে চলবার মধ্যে নিত্য সংহত, সংযুক্ত।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহম্ আশ্রিতম্।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরঃ অভবৎ।। (ভাগ. ১০/৩৩/৩৬)

জগতের যা কিছু রয়েছে কর্মপ্রবাহ সত্যজীবন তার প্রভাব বলয় অতিক্রম করে জগৎ মাঝে নিত্য দ্যোতনায় গড়ে তুলবে অনন্তের এই জগৎপথ করতে ব্যাপ্ত। এই নিত্য কর্মস্রোতের মধ্যে ফুটে উঠবে পরমেশ্বরের পরম প্রকাশ। একান্তভাবে প্রাণের এই নিবেদন পর্বের মাঝে ঐ অনন্তপ্রকাশ এখন জগৎ মাঝে ব্রহ্ম বার্তাকে শাশ্বত সনাতনী পর্বের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে জগতের এই নবীন প্রাণ সঞ্চার। এখন বিশ্বপিতার আবিশ্ব ব্যাপ্ত চেতনের নবীন ভাব মহিমায় হয়ে উঠবে নিত্য আবহে সদাই ভগবানকে করে নেওয়া একান্তভাবে বরণ। বিশ্বপিতার এখন বিশ্বযজ্ঞের নবীন অধ্যায়ের দৃপ্ত সূচনা। জগৎ ব্যাপ্ত এই মহতী বিশ্বযজ্ঞ স্বতঃই সব প্রাণের মাঝে জ্বালিয়ে দবে সত্যের প্রদীপ, যদি ঐ প্রাণের একটু মাত্র বিশুদ্ধ আকাঙ্খা গড়ে ওঠে সত্যের প্রতি। জীবনের এই সত্য যজ্ঞ ভক্ত প্রাণের তন্ত্রীতে গভীর ভাবসঞ্চার করে নবীন কর্মের ঢেউ নিয় আসবে। এই কর্মপথ জগতের মাঝে ভগবানের দিব্য রথ, ঐ দেবযানের অনন্ত পথযাত্রাকে মুহূর্ত প্রবাহে করে দেবে আপ্লুত।

ন হি অচ্যুতং প্রীলয়তো বহুবা আসঃ অসুরাঃ আত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব ভূতানাত্ব সিদ্ধ তু আদিহ সর্বতঃ।। (ভাগ. ৭/৬/১৯)

ভগবানকে অন্তরে বরণ করে নিয়ে, বিশেষ অনুধাবনের পথ দিয়ে তাঁকে বরণ করে জীবনের সকাশে সকল আশ্রয়কে সমর্পণ করে তুলবেন ভক্ত প্রাণ ক্রম অনুভবের পথ প্রবাহে এগয়ে ভগবৎ সমীপে করতে একান্তভাবে সমর্পণ। দিব্য চেতনই এই একান্ত সমর্পণকে করে অঙ্গীকার এগিয়ে নিয়ে যাবে ভক্তির পথ দিয়ে। সকল কর্মে, জ্ঞানে, ধ্যানে, অনুভবে, এখন জগৎ বিকাশী ব্রহ্মবার্তা জীবের জীবনময় হয়ে উঠবে সদাই বিশ্বপথে বিশ্বনাথের চেতন অনুসারী। ক্ষুদ্র চেতনের সব বাধা ছিন্ন করে এখন জীবনতরী পাড়ী দিয়ে যাবে অনন্ত এই মহাসাগর। জীবনের রথ করবে প্রয়াস ঐ মহাসাগর তরীকে মগ্ন একাগ্রতায় ভগবানের চরণাশ্রয়ী হয়ে অনন্ত এই ভাবধারায় হয়ে উঠতে নিতান্ত ব্যাপ্ত। এ পর্যন্ত যা কিছু জগৎ কর্মের প্রবাহ এখন তারই মুক্তির ক্ষণ। ভগবানের নামমন্ত্র, চেতনের ধ্যানপথ, সেবার বিশষ প্রযত্নের মধ্য দিয়ে তারই চেতনের অনুসারী হয়ে ক্রমবিস্তারে জগৎময় হয়ে ওঠা এক অনিবার্য চেতন প্রবাহের আহ্বায়ক— সঞ্চারী। এখন জীবনপথ হয়ে উঠবে বিশ্বাসের একাগ্রতায় মুগ্ধ বিকাশের পরিক্রমায় এক অনন্তমার্গীর অনন্ত প্রবাহকে জগৎ মাঝে নিছক প্রশান্ত বার্তায় ভরপুর করে দেওয়ায়। যে পথ এপর্যন্ত হয়েছে ব্যক্ত অপরিণামী আর অনতিক্রমে রূপে; এখন সে পথ হয়ে উঠবে নিত্য নিরঞ্জনের ভাবমার্গের মূর্ত বিকাশী এক সত্যপূর্ণ ব্রহ্মস্পর্শী আনন্দমুখর জীবন।

আ শ্রাবয়েতি ইতি চতুঃ অক্ষরম্ অস্তু। শ্রীষদ্
ইতি চতুঃ। অক্ষরম্ যজোতি দ্বি অক্ষরম।
যঃ উজামহ ইতি পঞ্চ অক্ষরম্। দ্বি অক্ষরম্ বষট্‌কার
এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজাপতিঃ যজ্ঞম্ অনবাযত্তু যঃ এবম
বেদ প্রতি যজ্ঞম তিষ্টতি ন যজ্ঞাৎ ব্রহ্মষ্ঠৈ।। (তৈ. উ. ১/৬/১১/২)

মন্ত্রের সব বিকাশ এখন জীবন যজ্ঞে হয়েছে যুক্ত।
ভগবানে অর্পিত এই ভাব নিবেদন হোক ন্যস্ত জগৎ প্রভায়।
পূর্ণ সপ্তদশ বিকাশ পর্বের চারটি বিভাগে হয়ে ন্যস্ত
তিন পর্যায়ের এই ভাব বিকাশ হয়েছে পাঁচটি পর্বের বিকাশে।
পূর্ণ বিকারে সব আশ্রয় করে উদ্দীপ্ত এখন অখণ্ড সাধনব্রত।
তোমারই ভাবস্পর্শ পেয়ে চেতন হয়েছে দৃঢ় অভীপ্সার নিবদ্ধ।
এখন নবীন সৃষ্টির সব আকর্ষণ হোক সংহত জীবন মাঝে।
দেবতার তরে হয়েছে রচনা জীবনের আহুতির সর্ব পর্ব মাঝে।

সব বন্ধনের হবে এখন মুক্তি ঃ

যঃ বৈ যজ্ঞস্য প্রয়ানাম্ প্রতিষ্ঠাম্।
উদয়ানাম বেদ প্রতিষ্ঠিতেন অরিষ্টেনম্।
যজ্ঞেন সংস্থাম্ গচ্ছতি নিবেদনম্ আবিষ্টম্।। (তৈ. উ. ১/৬/১১/৩)

এখন সময়ের আহ্বান ভগবানে করতে বরণ জীবনে।
যেমনই হয়েছে সময়ের সাথে ক্রমে উন্মোচনের এই পর্বে হয়ে যুক্ত
এখন এসেছে আহ্বান সমন্বয়ের এই তীব্র আহ্বানের নিরীখে এই প্রাপ্তি।
হয়েছে এখন পূর্ণতার আহ্বান জীবন মাঝে একান্ত ভাব বিকাশে
সমর্পণের আগ্রহ হয়েছে তীব্র এই জীবনের নিত্য আবাহন পর্বে
যজ্ঞের নিবেদন দিয়েছে প্রকাশে অপ্রকাশের সব স্থিতির উন্মোচন।
আসুক যত জাগতিক বাধার পাহাড় হবে মুহূর্তে মুক্ত এখন
এখন জগৎ জন হবে মুক্ত বন্ধনের অঙ্গীকার আর শক্তির সঞ্চারে।।

মোক্ষলাভ ঃ ভক্তপ্রাণ অনুভবে পেয়ে যায় ব্রহ্মানন্দের অণুমাত্রার স্পন্দন। যত পরিমাণে গাঢ় হয়ে উঠবে ভক্তপ্রাণের ভক্তির অর্ঘ ততই হবে ভগবানের 'ভক্তানন্দ'। ভক্তানন্দ ভগবৎ প্রীতির এক বিশেষ রূপ ভগবানের জন্য ভক্তি অর্পণের মানসে ভক্তের একান্ত আগ্রহ হয়ে ওঠে নিবিড় পরিচয়ে বৃত যখন; যখন একান্ত আগ্রহে, নিবিড় মনোনিবেশের পথ দিয়ে ভক্ত প্রাণ হয়ে উঠবে স্বতঃই বিকাশের প্রেরণাযুক্ত; ভগবৎ প্রকাশ তখনই হয়ে ঠবেন নিত্য নিবিড় ভক্তির স্পর্শের আগ্রহে আকৃষ্ট। এমনই ক্ষণে মূর্ত হতে পারে ভক্তানন্দ। ভক্তির নিবেদনের পথ দিয়েই ভাগবৎ তনুতে ভক্তানন্দের সঞ্চার।

ভক্তি যোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহ মলে।
অপশ্যৎ পুরুষৎ পূর্ণং যোগঃ মায়াং চ তৎ উপাশ্রয়াস।। (ভাগ. ১/৭/৪)

ভক্তিযোগ একমুখি থাকে এর প্রথমাবস্থায়। আবার স্বতঃই এই ভক্তিযোগের পথ দিয়ে অনন্ত সত্যের অনুভবে আর একান্তভাবে ভাগবতী সেবার নিবিড় অনুধাবনে ভক্তির জগৎ যোজনা। নিবেদনের পথে মন-প্রাণ-হৃদয় স্বতঃই ভাগবতী সেবাব্রতের অঙ্গনে ভাগবতী বিকাশের জগৎ প্রকাশকে করে নেয় আবাহন। এখন এই আবাহনের মধ্য দিয়েই তনু মাত্রায় ভক্তজীবন প্রকাশকে করতে অনুধাবন জীবনের নবীন পরিচয় হয়ে উঠবে উন্মোচন। যে ছিল, যে রয়েছে আর যে হবে যুক্ত সকল প্রাণই এখন চলবে এগিয়ে ভগবানের পথে। নিজ নিজ প্রত্যয়ের বিভিন্ন মাত্রায় বিধৃত অথচ ভগবৎ অনুভবের একত্ব আর বিশ্বব্যাপ্তির আস্বাদন জীবনকে নবীন জ্ঞান রথে প্রজ্ঞার দূর্গ মাঝে করে দৃঢ় স্থিত। আবার কর্মের আবর্তকে বাসনাহীন, কামনাহীন, অহমিকার প্রভা মুক্ত এক সচল নির্গুণ কর্মের মহাপ্রবাহকে জীবনমাঝে করবে বরণ সদাই। যে প্রাণ-মন-হৃদয় জেনেছে ক্ষণমাত্রায় ভাগবতী ভাবস্নানে হতে মুখর, হবে সে প্রাণ-মন-হৃদয় ভরপুর ক্রমাগত ব্রহ্ম অভিজ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছেন জীবনের নবীন ভাব সঞ্চারী। যে জীবন হয়েছে নিবেদিত, সে এখন মূর্ত-বিকশিত মুক্ত। মহান এই ভগবত্তার স্পর্শ এ জীবন মাঝে নিয়ে আসবে পরিপূর্ণ মুক্তি, হবে মোক্ষলাভ।।

—ঃঃ—

ভগবান লাভের জন্য 'মনন' নির্বাচন জরুরী

মানবেন্দ্র ঠাকুর

"সাধনার প্রথম পর্ব নির্বাচন বা চয়েস। নির্বাচনের ওপরই নির্ভর করে সাধন বা সাধন জীবন কেমন হবে। নির্বাচনের পর দ্বিতীয় পর্ব মনন। যিনি ভগবানকেই জীবনে চান, ব্রহ্মলাভ করতে উদগ্রীব, ভগবৎ সেবায় তৎপর তার পক্ষে মনন পর্বটি জরুরী, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ—যে মার্গই অবলম্বন করা হোক না কেন মনন জরুরী। অনেকে বলেন সাধনা পর্বটি যুদ্ধ, সাধন সমর। কেউ কেউ বলেন এটি কৃপার ক্রম অবরতরণ, কেউ বলেন এটি সুপ্ত চৈতন্যশক্তির সুষুম্না পথে উত্থান ও গতিময় হয়ে সহস্রার অভিসারী হওয়া। আবার কেউ বা বলেন এটি নিত্য সেবক হয়ে যাওয়ার এক স্বর্গীয় আবহ। সাধন পর্বে যুদ্ধ অনিবার্য। উপনিষদ একটি অনন্য উপায় ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

ধনুঃ গৃহীত্বা ঔপনিষদম্ মহাস্ত্রম্
শরম্ হি উপাসানিশিতম্ সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তৎ-ভাব গতেন চেতসা
লক্ষ্যম্ তৎ এব অক্ষরম সোম্য বিদ্ধি।।

উপনিষদস্নাত মহামন্ত্রকে মহাস্ত্র করে সতত মননের দ্বারা তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করতে হবে। চেতনাকে তাঁর ভাবমুখী করে সেই অক্ষর ব্রহ্মতে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে যেতে হবে। এর পরেই উপনিষৎ আবার মননের উপর জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

প্রণবঃ ধনুঃ শরঃ হি আত্মা ব্রহ্ম তৎ-লক্ষ্যম্ উচ্যতে।
অপ্রমক্তো বেদ্ধব্যম্ শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ।।

ওঙ্কারই ধনু, আত্মাই শর, ব্রহ্ম এই শরের লক্ষ্য বস্তু। অপমত্ত মনের একনিষ্ঠ অনুধ্যানই তাঁর স্পর্শ পেতে পারে।

মননই সেই অস্ত্র যার একনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন অনুধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির সঞ্চার হয়। এটি সংগ্রাম এই অর্থে যে মননের সন্নিবেশ ব্যক্তির পক্ষে একটি তীব্র সংগ্রামের পর্ব। এই সংগ্রামটি ব্যক্তির অন্তর জগৎ ও বাইরের জগৎ উভয়েরই সঙ্গে। সংগ্রামটি প্রতিটি পর্বে ব্যক্তির সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক বাতাবরণ ক্রিয়া করে। লক্ষ্য স্থির হয়েছে— এই ঘোষণার দ্বারা বোঝা যায় না যে প্রকৃতই লক্ষ্যটি নির্দিষ্ট হয়েছে কি না। লক্ষ্য নির্দিষ্ট হলে ব্যক্তির অধ্যাত্ম জাগরণ পর্ব ও শুরু হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। যে একাগ্রতা লক্ষ্য স্থির করবার জন্য প্রয়োজন সেটির জন্য চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ একাগ্রতা প্রসঙ্গে উপযুক্ত উদাহরণ। লক্ষ্যভেদে প্রয়োজন তন্ময়তা। এটিকেই শরবৎ তন্ময়তা বলা হয়। দৃষ্টি লক্ষ্যের প্রতি এমনভাবে নিবদ্ধ থাকবে যে অন্যত্র কোথাও কোনভাবেই দৃষ্টি নিক্ষেপিত হবে না। ব্রহ্মকেই যিনি জীবনের লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছেন তাঁকে ব্রহ্মভাবেই তন্ময় হয়ে নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা মনের বাতাবরণে আনবে পরিবর্তন। মনের স্বাভাবিক জড়ত্বকে কাটিয়ে উঠে মন ক্রমশঃই চৈতন্য দীপ্তিকে ভাস্বর হয়ে উঠবে। মনের ভূমিতে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় ব্রহ্মচারণে পটু হয়ে উঠবে। ব্রহ্মভাবকে মন শুধু প্রশ্রয় দেবে না, নিয়ত —তাঁকেই আশ্রয় করে মন বেড়ে উঠবে, গড়ে উঠবে। এটিই মনের মনন পর্ব। এই মনন পর্বেই সাধকের দৃষ্টিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মই সত্য এবং একমাত্র সত্য হয়ে উঠবেন। মননের দীপ্তিতে এবং মননের তীক্ষ্ণতায় মন এমন অন্য কিছুর প্রত্যাশী হবে না। মন এমন ব্রহ্মমুখী, ভগবতমুখী। 'ভক্তি রথে চড়ি, লয়ে জ্ঞান তৃণ...' মন এখন সংগ্রামে নিয়োজিত। মনন প্রক্রিয়ার এই সংগ্রামটির শেষ সমগ্রতায়। সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে সংগ্রামেই শেষ নয়। যুদ্ধ ছিল, যুদ্ধ আছে নিজের জড় প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ; অন্যান্য বিপরীতমুখী প্রবণতা ও প্রভাবের সঙ্গে যুদ্ধ; মনের দিব্যাংশের সঙ্গে জড়াংশের যুদ্ধ। কিন্তু পরিণাম যুদ্ধেই নয়, পরিণাম সামঞ্জস্য—যেখানে জ্ঞান, ভক্তি, একাকার হয়েযায়। মননের তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতায় আর মার্গের তফাতটি থাকে না। তখন সব মার্গ তাঁতেই লীন হয়। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ হাত ধরাধরি করে এগিয়ে পড়ে ব্রহ্মান্বেষণে, ভগবৎ লাভে। মননকে প্রয়োজন হয় কোন না কোন মার্গের। যে মার্গ দিয়েই আমরা অগ্রসর হই না কেন, পরিশেষে মননই মার্গের রথ হয়ে দেখা দেয়। মার্গের রথটি মনন প্রক্রিয়ার সূচনা করেই ক্ষান্ত হয় না, মননকে ক্রমশঃই গাঢ়ত্ব ও ঘনত্ব দান করে। মনন, নিবিড় হয়ে ওঠে। মনের বাহ্যিক সব বৃত্তি রোধকের পর ও মনন থাকে।

মনন যেমন ব্যক্তি নির্ভর তেমনই বহু ক্ষেত্রে পরিবেশ নির্ভর হয়ে ওঠে। ব্যক্তির ভিতরকার পরিবেশ এবং বাহ্যিক পরিবেশ উভয়ই মনন প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কি ভাবছি, কি করছি, কি বলছি, কোথায় আছি, আর সকলেই বা কি অবস্থা-এসবই মনের বাহ্যিক স্বরগুলিতে ফুটে ওঠে, আলোড়িত হয়। মনন প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তির অধ্যাত্মদ্বার ক্রমে উন্মোচিত হয়। মনন যেন ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। মননের সিঁড়ি বেয়েই গড়ে ওঠে তাঁর সঙ্গে যোগ। ক্রমে যোগটি অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। ভক্ত তখন শুধু তাঁর ইষ্ট দর্শন করেন, আর ইষ্টের সেবায় তৎপর হন। জ্ঞানী তখন ব্রহ্মের প্রজ্ঞাভাস্বর রূপে জ্ঞান স্নান করেন আর যোগী পরব্রহ্মের ভাবে লীন হয়ে থাকেন। মনন এই যাত্রা পথকে করে তোলে দৃঢ় ও মসৃণ।" বেদবিজ্ঞানী ব্রহ্ম জ্ঞানী রমা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বেদবিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে, প্রকাশে গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

সিদ্ধ পুরুষের প্রচারের জন্য কাউকে আহ্বান করতে হয় না। আগুন দেখলে কোথা থেকে পতঙ্গ উড়ে এসে তাতে প্রাণ দেয়; আগুন কোনও দিন পতঙ্গকে ডাকতে যায় না। সিদ্ধ পুরুষদের প্রচারও সেই রকম। তাঁরা কাউকে ডাকতে যান না, অথচ কোথা থেকে শত শত লোক আপনি এসে তাঁদের কাছে শিক্ষা নেয়। সন্দেশের গুঁড়ো পড়লে পিঁপড়ে আপনি এসে জোটে। অতএব সন্দেশের গুঁড়ো হবার চেষ্টা কর, পিঁপড়ে আপনি এসে জুটবে।

কলিকালে বহুলোক কীর্ত্তন করিবে।
নাচিয়ে গাইয়ে শেষ নরকে যাইবে।।

খাঁচা থেকে পাখী উড়ে গেল কেউ খাঁচার আদর করে না; তেমনি এই দেহ -খাঁচা থেকে প্রাণ-পাখী উড়ে গেলে কেউ -এ খাঁচার আদর করে না। তেল না হলে যেমন প্রদীপ জ্বলে না, ঈশ্বর না থাকলে সেই রকম মানুষ বাঁচে না। বাঁদর যেমন শিকারীর পদ তলে প্রাণ দেয়, মানুষ সেই রকম সুন্দরীর পদতলে প্রাণ দেয়।

আমল করকে করে ধ্যান
গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান
যোগী হোকে কুটে ভগ,
তুলসী কহে তিনই কলিকা ঠক।

অর্থাৎ নেশা করে ধ্যান করা, সংসারী হয়ে জগৎ মিথ্যা বলা এবং যোগী ব্যক্তির স্ত্রী সঙ্গ করা, এ তিনই আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র।

প্রশ্ন— সাধককে যদি স্ত্রী ধরে তবে কেমন হয়?

উত্তর— যেমন আমি টিপলে আঁটি ও শাঁস বেরিয়ে যায়, সেই রকম সাধকের মন। ঈশ্বরচলে যায় শরীরটা পড়ে থাকে। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই-এক মাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ডাল হয়, ভাত হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়; কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বাতাস, চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে নিয়ে যায়; কিন্তু কারও সঙ্গে মেশে না; মুক্ত পুরুষ সেইরকম সংসারে থাকেন, কিন্তু সংসারের সঙ্গে মেশে না। ছুঁচে সুতো পরাবে তো সরু কর। মনকে ঈশ্বরে মগ্ন করাবে তো দীন হীন অকিঞ্চন হও। এক সাপ গুরুর উপদেশে ঈশ্বর পরায়ন হয়েছিল। সে আর হিংসা করতো না এবং কাউকে কামড়াতো না। পাড়ার ছেলেরা এসে সেই সাপকে আঘাত করতে লাগলো; কিন্তু ভক্ত সাপ কাউকে কামড়াতো না। আঘাতের চোটে তার শরীর ক্ষত বিক্ষত হল, তবুও সে কাউকে কামড়াতে চেষ্টা করলো না। তারপর গুরু এসে সাপের দুর্দ্দশা দেখলেন। তিনি বললেন 'বাপু'। হিংসা ত্যাগ করেছো ভালই করেছো কিন্তু ফোঁস করতে ছেড়ো না। যখন কেউ মারতে আসবে তখন ফোঁস করো কিন্তু কামড়িও না।

যে গাছ ফলবান হয়, নুয়ে পড়ে। বড় হবে তো ছোট হও। যে পাল্লা ভারী হয় নেবে পড়ে। যে দিক হালকা হয় উপরে উঠে যায়। ঈশ্বরকোটি-অন্তরঙ্গ, জীব কোটি বহিরঙ্গ। কত মণি পড়ে আছে আমার চিন্তা মণির নাচ দুয়ারে। 'সুরেশ চন্দ দত্তের' শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ থেকে সংকলিত।

জয় মা- জয় মা-জয় মা।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণের মননে শ্রী অরবিন্দ

আশুরঞ্জন দেবনাথ

আসামের কোকিলামুখ আশ্রম ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শেষে গিয়ে আসন পাতলেন কূর্মাচলে, সুদূর উত্তরাখণ্ডে আলমোড়ায়। আলমোড়া নিভৃত তপঃক্ষেত্রে ১৯৪৪ সালের প্রথম দিকে তিনি Life Divine এর অনুবাদ 'দিব্যজীবন' লেখা আরম্ভ করেছিলেন,— খুশি হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের The Live Divine এর 'ভাবের' সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শনের—'যা তাঁর বহু রচনায় দানা বেঁধেছিল অনেক আগে'— সাদৃশ্য আছে দেখে। এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে অযাচিত ভাবে। তিনিও এটি হাতে পেয়ে মন্তব্য করেন " It is a living translation"–এমনই জীবন্ত, প্রাণবন্ত তাঁর অনুবাদ,

Life Divine-এর অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় পরই বলা চলে অনির্বাণকে সবাই চিনল বা জানল। অনেকে ভাবল তিনি পণ্ডিচেরী আশ্রমেরই কোনও সাধক হবেন। অথচ পণ্ডিচেরীর সঙ্গে তাঁর কোনদিনই কোনও সম্বন্ধ ছিল না, শ্রীঅরবিন্দ দেহে থাকতে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন লাভের জন্যও তিনি কখনও সেখানে পদার্পণ করেননি। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "Anirvan has been my friend through ages." যুগ-যুগান্তের সম্বন্ধ দুজনের মধ্যে। অনির্বাণ ও তাইবলেছেন, 'তাঁর যা ব্রত আমারওসেই ব্রত। সেই বন্ধুকৃত্যই আমি এখানে সমাপন করছি। (১)

১৬/৩/৬৬ তারিখে এক চিঠিতে অনির্বাণ লিখছেন, "দিব্যজীবন" ছাপার কাজ চলছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি ছাপা শেষ করবার চেষ্টায় আছে। প্রুফগুলি আমিই দেখে দিচ্ছি, সেও একটা বিরাট কাজ।

এই বইছাপা নিয়ে ২২/২৩ বছর আগে লোকসমক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এর যে আরেকটা সংস্করণ হবে, এ-আশা করিনি। সুযোগ পেলে ওকে পরিমার্জিত করব, এমন একটা ইচ্ছা ছিল। হয়তো সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে। (১৮)

"দিব্যজীবন" প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতার বইবাজারে out of stock হয়ে গিয়েছিল। সদ্য ঃ প্রকাশিত দিব্যজীবন-এর বইবাজারে অত্যধিক চাহিদার কথা শুনে তিনি আলমোড়ায় বসে দিনলিপিতে লিখেছেন— 'কথা না কয়েও যে ছড়িয়ে পড়া যায়, এটা আমি বিশ্বাস করি। নিজের বেলাতেই তার প্রমাণ পেয়েছি। The Life of Divine এর অনুবাদ করি যখন বাংলার অনুবাদ সাহিত্যের দৈন্য ছিল লক্ষণীয়। ... ও বইএর বাজারে নাম হয়েছে Milton এর Paradise Lost এর মত। কেউ আদ্যোপান্ত পড়ে দেখে না, কিন্তু Milton মহাকবি তা নিয়ে উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠে।" (২)

বিদ্ব-সমাজ সবিস্ময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— 'এমন চমৎকার অনুবাদ করলেন কি করে? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন— "Life Divine" যখন হাতে এল, পড়ে দেখলাম, আমি যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। এর অনুবাদ করব বলে একদিন জানালার ধারে বসে আছি (তিনি তখন আলমোড়ায়) হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে— সেই সময় উপর থেকে যেন আলোর ঝর্ণাধারা নেমে এসে আমার চারিদিকে একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করল। তারপর আমি অনুবাদে হাত দিলাম। তখন এমন হয়েছে অনেক শব্দের অর্থ আমি জানতাম না, পাশে একটা dictionary নাই যে consult করব, অথচ মনের মাঝে তার একটি অর্থ ভাসতে লাগল। পরে dictionary মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ঠিক সেই অর্থটাই পেয়ে আশ্চর্য হতাম। তোমরা যাকে বল Human aspitation —সেই নচিকেতার অভীপ্সা আমার জন্য জেগে উঠেছিল সেইসময়। তাই তো এই রকম অনুবাদ হয়েছে।' (৩)

দিব্যজীবন সম্পর্কে শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের অভিমত—"অনির্বাণ আমাকে মুগ্ধ করেন প্রথম তাঁর বাংলা অনুবাদ—শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine এর অপরূপ তর্জমায়। অনুবাদটির কযেক পৃষ্ঠা পড়েই শ্রীঅরবিন্দ মঞ্জুর করেন। দিব্যজীবন পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছাপা হয়।"

অনির্বাণ শুধু Lifr Divine -এর অনুবাদ কবেই থেমে যাননি। পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন শিলং এ বং কলকাতা পাঠমন্দিরে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অরবিন্দ দর্শনের উপর ভাষণ দিতেন। সে সব ভাষণ পরবর্তীকালে 'দিব্যজীবন প্রসঙ্গ', 'যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ নামে পুস্তকারে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'সাবিত্রী-প্রসঙ্গ' সর্বশেষ সংযোজন।

প্রতি বছর ১৫ই আগষ্ট মহাজাতি সদনে পাঠমন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তীর আয়োজন করা হয়। অনেকগুলি বছর এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীঅনির্বাণ। ১৯৭০ সালে শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী উৎসবে ভাষণের বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিলেন শ্রীঅরবিন্দের বাণী, "Even the body shall remember God."

ভাষণের পটভূমিকায় শ্রীঅনির্বাণ বলেছেন, "বাণীটি তাঁর মহাকাব্য 'সাবিত্রী' থেকে নেওয়া— যে 'সাবিত্রী' তাঁর জীবন বেদ, বলতে গেলে তাঁর আত্মজীবনী। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমার জীবন বাইরে খুলে দেখবার নয়।" কিন্তু সেই জীবনকেই তিনি এক অপরূপ মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন তাঁর 'সাবিত্রী' তে।

'সাবিত্রী' যোগের কাব্য। তিনি নিজেই বলেছেন, এটি একাধারে legend এবং symbol — একদিকে একটি পুরাণ কাহিনী, আরেকদিকে রহস্যময় একটা প্রতীক। কাহিনীটি মহাভারত থেকে নেওয়া, তার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। শ্রীঅরবিন্দ মূল কাহিনীর কোথাও কোনও পরিবর্তন করেননি, তার কাঠামোটি ঠিকই রয়েছে— কিন্তু তার ভিতরে-ভিতরে এমন-একটা গভীর দর্শন, এমন-একটা উত্তুঙ্গ মহিমা সঞ্চারিত করেছেন যাতে এ যেন দ্বিতীয় বেদ হয়ে উঠেছে। (৪)

শ্রীঅনির্বাণ সাবিত্রী মহাকাব্যের Book III, Canto IV 'আগমনী' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

"আগমনী তোমার ভাল লেগেছে শুনে খুশি হলাম। গত বছর ওটি রচনা করবার সময়টা মনে পড়ে। পূজা এসে গেছে, আর আমি কটিবাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে সে আসছে। আর মনে মনে তার প্রতিমা গড়ছি।

সপ্তমী পূজার দিন দুপুরবেলা খেয়াল হল, সাবিত্রীতে তার আসার উপর একটি কবিতা আছে না?

সাবিত্রীটা খুলে পড়তে-পড়তে যেন শিরায়-শিরায় আগুন ধরে গেল। একটা পেনসিল নিয়ে বাজে কাগজে লিখতে গিয়ে সে যেন অবলীলাক্রমে এসে ধরা দিল। ভাববার সময় দেয়নি, ভাব আপনি ভাষায় ডেকে দানা বেঁধেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ফাঁকা আকাশে রঙের তুলি বুলিয়ে গেছে।

পরে হয়তো দু-একটি শব্দ সামান্য অদল-বদল করেছি, কিন্তু তা আর মনে নাই। Zeuse এর মাথা থেকে Athena -র মতই সে আবির্ভূত হয়েছিল। (৫)

১৯৭০ সালে মহাজাতি সদনে শ্রী রবিন্দ জয়ন্তী উৎসবে সভাপতির ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল, 'শ্রীঅরবিন্দের যোগে দেহে অমরত্ব'। এটাই ছিল তাঁর শেষ ভাষণ। তারপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। *** ***

শ্রীঅনির্বাণ একটি চিঠিতে লিখেছেন, "সবার সোরা হল শক্তিবাদ। শৈব দার্শনিক, শাক্ত দার্শনিক— এঁরা শক্তিবাদী, আধুনিক যুগে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এই শক্তিবাদ এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে। বিবেকানন্দের মধ্যে যে-শক্তিবাদ অঙ্কুরিত হয়েছিল অরবিন্দে তা পল্লবিত হয়েছে।..."

"ধর্মসাধনায় বাঙ্গালী চিরকাল শাক্ত ও বৈষ্ণব। তার করি যে শুধু এই যুগেই ঘোষণা করেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' তা নয়, তার মধ্যে সর্বত্র এই এক সুর। এমন কি বাংলার অতি-আধুনিকতম। দর্শন যে-শ্রীঅরবিন্দ-দর্শন তারও মূল কথা ওই-তুরীয় চেতনাকে কি ক'রে জড়ে নামিয়ে এনে জড়কেও চিন্ময় করে তোলা যায়।"

*** *** ***

প্রসঙ্গ নিবেদিতা

পার্থসারথি বসু

বিপুল সূর্যরশ্মির অতি সামান্যই আমাদের পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। এই বসুন্ধরা প্রত্যক্ষভাবে সহাস্রারি সম্পূর্ণ মুখোমুখি হতে পারে না। তাই সূর্য আমাদের কাছে এখনও মহা রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত।

মহাবিশ্বের মহামানবদের অনেক মূল্যবান কার্যকলাপ রহস্যের আবরণে দৃষ্টির অন্তরালে চিরদিন থেকে যায়। প্রচলিত ধারণা আছে যাঁরা ঈশ্বরের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরা দেশ-বিদেশের রাজনীতি এবং সমকালীন সময়ের সমস্যা সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। জগৎসংসারের দুঃখ, দুর্দশা এবং অত্যাচার তাঁদের হৃদয়তন্ত্রীতে স্পর্শ করে না। তেমনি যাঁরা রাজনৈতিক জগতের মানুষ ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ঈশ্বর এবং যোগজীবন তাঁদের কাছে ব্রাত্য। দুটো ধারণাই ভুল এবং আমাদের সীমাহীন অজ্ঞতা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, মহামান্য তিলক এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত মহাত্মাদের জীবন-ইতিহাস গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চর্চা করলেই এই সত্য উন্মোচিত হয় যে স্বদেশী চেতনা ঈশ্বর চেতনার পরিপূরক পরিপন্থী নয়।

ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় এবং প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন গোলাম বা পরাধীন জীবন কখনও ব্যক্তি সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে মুক্তির স্বাদ এবং সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। গলায় যাদের বকলেশ তারা

চিরদিন প্রভুর আজ্ঞাবহ দাস হয়েই বদ্ধ এবং বিকলাঙ্গ জীবন বহন করে চলে। তাদের জীবনের বদ্ধ কপাট কখনও উন্মুক্ত হয় না।

আধ্যাত্ম জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেও স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন পরাধীন জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়ে ছিলেন প্রকৃত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে শুধুমাত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি করেই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে না।

সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে স্বামীজী ভারতবর্ষের মানুষের অপরিসীম দুঃখ, তীব্র দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং দাসসুলভ মনোভাব দেখে প্রচণ্ড বেদনায় জর্জরিত হয়েছিলেন। তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে মহান দেশটির দুঃখের একমাত্র কারণ প্রায় হাজার বৎসরের বিদেশীদের হাতে অত্যাচার এবং পরাধীনতার অভিশাপ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কোন উপায়েই হোক পরাধীনতার নাগপাশ থেকে এই এই পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

প্রকাশ্যে রাজনীতিক কার্যকলাপে তিনি লিপ্ত না হলেও মনেপ্রাণে চাইতেন ভারতের যুব সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের জীবন বলিদান করুক।

স্বামীজী তাঁর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার কাছে তিনি তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুক এই দিন স্বামীজীর স্বপ্ন এবং সেইভাবেই তিনি নিবেদিতাকে গড়ে তুলেছিলেন। স্বামীজীর আশীর্বাদেই নিবেদিতাই ভারতের বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন তা আজ প্রমাণিতসত্য। স্বামীজীর গুরুভাইরা নিবেদিতার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন স্বামীজীর অবর্তমানে নিবেদিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে বেলুড় মঠ ইংরাজ শাসকদের রোষানলে পড়ে চরমতম সংকটের জালে জড়িয়ে পড়ে। স্বামীজীর হিমালয় সমান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে তাঁরা নীরব ছিলেন, কিন্তু স্বামীজী মহাসমাধির পর তাঁরা অসহায় বোধ করলেন, এই ভেবে যে নিবেদিতার বিপ্লবী কার্যকলাপে মঠ সরকারের বিষ নজরে পড়ে পরিস্থিতি সংকটময় হয়ে উঠবে। সুতরাং স্বামীজীর পরলোকগমনের কিছুদিনের মধ্যেই বেলুড় মঠ এবং নিবেদিতদার পরস্পর বোঝাবুঝির মাধ্যমেই আইনত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আইনগত বিচ্ছেদ হলেও দু'পক্ষের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব হয়নি। কেননা কিছুদিনের মধ্যেই বেলুড়মঠ থেকে প্রকাশিত স্বামীজীর রচনাবলীর মুখবন্ধ মঠ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতাই লিখেছিলেন। আমৃত্যু নিবেদিতার সাথে মঠের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। নিবেদিতা মা সারদার প্রিয় 'খুকি' ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিবেদিতার যে বিপুল অবদান তা নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক এবং বুদ্ধিজীবিরা কোন মুল্যায়নই করলেন না, ভগিনী নিবেদিতার অবিস্মরণীয় জীবনের অমূল্য অবদানের ব্যাপারে এই দেশের ভয়ানক উদাসীনতা এটা জাতীয় লজ্জা এবং দুঃখের, ভারতবর্ষের শিল্প, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চা এবং জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানে নিবেদিতার ছিল অমূল্য অবদান। স্বীধানতা সংগ্রামে এই মহান নারী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিশিখা।

সুদূর পাঞ্জাবের এক বিদেশীনির অমূল্য গবেষণার মাধ্যমে আমরা এখন নিবেদিতার অসামান্য জীবনের কাহিনী জানতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিবেদিতাকে দেখেই বুঝেছিলেন এ কোন সাধারণ নারী নয়। এ এক দেবমানবী যাঁর মধ্যে আছে জগৎ আলোড়ন করবার শক্তি।

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীর মধ্যে দিয়ে সারা ভারতে বিপুলভাবে নিবেদিতার মূল্যায়ন হয়েছে। সুতরাং সত্যকে চিরদিন অন্ধকারে ঢেকে রাখা যায় না। যাঁরা ভাবেন সত্যকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে নিজেদের ধারণা করা লেখক দিয়ে বিকৃত অসত্য ইতিহাস রচনা করে সত্যের অবমূল্যায়ণের মাধ্যমে নিজেরা জাতির জীবনে স্থায়ী আসন গড়ে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবেন তারা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

স্বামীজী নিবেদিতাকে শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষিত ('পত্রলেখা') করেছিলেন। তিনি জানতেন নিবেদিতার মাধ্যমেই ভারতের ঘুমন্ত মাতৃশক্তির পুনঃ জাগরণ হবে। যোগী শ্রী অনির্বাণ নিবেদিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, "নিবেদিতা ভারতবর্ষের একটা যুগসন্ধিতে আবির্ভূত, তাঁর পিছনে বিশ্বশক্তির যে ধারা কাজ করছিল, তার স্বরূপ চিনতে না পারলে তাকে ঠিকমতো ফোটানো অসম্ভব। 'পুরূরবা'তে আমি একটু আভাস দিয়েছিলাম — নিবেদিতাকে 'মহাভারতের মেয়ে' বলে, মহাভারত বলতে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই ভারতবর্ষকেই লক্ষ্য করছি—যা নাকি সত্যকার ভারত।

পরমযোগী শ্রীঅনির্বাণ আরও লিখেছেন, "ঐ বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল, এদেশের মেয়েরা নিবেদিতার মতো হয়ে উঠবে। (উত্তরায়ণ)

আমরা বিশেষ করে বাঙ্গালীরা আত্মঘাতী-আত্মবিস্মৃত জাতি যে নিবেদিতা সুদূর ইউরোপ থেকে তাঁর বিপুল মেধাকে ভারতবাসীর সেবার জন্য আত্মবলিদান করলেন অকৃতজ্ঞ ভারতবর্ষ তাঁর অসামান্য অবদানকে বেমালুম ভুলে গেল।

নানাা জায়গা থেকে এই মহিমামণ্ডিত নারীর অসাধারণ কার্যকাল এবং চরিত্রের কথা জানতে পেরে বিস্ময়াভূতা হয়ে বিখ্যাত দার্শনিক এবং কবি সুইজারল্যাণ্ডবাসী লিজেল রেমঁ নিবেদিতার বিখ্যাত জীবনী রচনা করেন। আমাদের চিরদিনের মত ঋণী করে গেছেন।

লিজেল রেমঁ ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় যোগী এবং দার্শনিক শ্রী অনির্বাণের শিক্ষানবীশ, তাঁর কাছে লিজেল রেমঁ ভারতীয় যোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নিবেদিতায় মুগ্ধ শ্রী অনির্বাণ বলতেন, "বাল্যকাল থেকে নিবেদিতার ভক্ত আমি, তিনি আমাদের জন্য কতখানি করেছেন তার কিছুটা জানতাম; আর কি দুঃখ হত, যখন দেখতাম এমন চরিত্রকে বাঙ্গালী ভুলে গেল। পরম শ্রদ্ধেয় যোগী শ্রী অনির্বাণ আরও বলেছেন, "নিবেদিতার আত্মদান মৃত্যুঞ্জয় ভারত পুরুষের কাছে প্রাণ-স্বরূপিণী ইউরোপের আত্মদান, তাঁর সাধ্য পাই যুগনদ্ধ শিব-শক্তির ভুবনমঙঅগল মহিমার ইঙ্গিত।

বিবেকানন্দকে না জানলে যেমন বাংলার তপঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি নিবেদিতাকে না জানলেও বিবেকান্দের ভারত-স্বপ্নকে জানা যায় না। তেমনি নিবেদিতাকে না জানলেও বিবেকানন্দের ভারত-স্বপ্নকে জানা যায় না।'

স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের নারীরা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোক, স্বামীজী কখনও চাইতেন না ভারতীয় নারী লজ্জাশীলা পুতুলসাজে সজ্জিতা হয়ে ঘরের কোণে চোখের জল ফেলার এবং অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে দুঃখ-লাঞ্চনা-অশিক্ষা এবং হতাশাকে গলার মালা করে জীবন অতিবাহিত করুক। নিবেদিতা তাঁর কর্মের মাধ্যমে শুধু নারী নয়, যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের চেতনা জাগ্রত করবার জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে গেছেন তাঁর মহান গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্য। নিবেদিতার এই স্বপ্ন ও সাধনা ভাবীকালে বিপুলভাবে বাস্তবায়িত হবে তা তিনি নিজে দেশে পেতে না পারলেও ভারতীয় নারীর তাঁর সংকল্পকে পরিপূর্ণ আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে অমর ইতিহাস রচনা করে গেছেন। সে আলোচনায় আসবার আগে দেখা যাবে সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কি স্বপ্ন ছিল ভারতের বিপ্লববাদে।

স্বামী বিবেকানন্দ চাইতেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসুক সব সহস্র সংগ্রামের মাধ্যমে, ইংরেজকে এদেশ থেকে হটাবার জন্য তিনি সরাসরি যুবকদের অস্ত্রধারণ করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু ভাবীকাল এবং বেলুড় মঠের কথা ভেবে তিনি গোপনীয়তা বজায় রেখে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে। ঢাকায় ভ্রমণ কালে স্বামীজীর সাথে বিনয়- বাদল-দীনেশ প্রমুখের মত বিপ্লবীদের গুরু এবং ইংরেজের ত্রাস বি.ভি প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তঁর সতীর্থ বিপ্লবীদের সাথে যখন মিলিত হন তখন তাঁদের তৎকালীন কংগ্রেসির গতানুগতিক আবেদন-নিবেদনের নীতির তীব্র নিন্দা করে বলপ্রয়োগের নীতির উপর জোড় দেন।

মহা বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে এই সাক্ষাৎকারে বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন, "That is not the way to build up 'Patriotism' any where. Beggar's bowl has no place in the Banik's (merchant's) world of machine, mammon merchandise. Everything has got to be controlled and directed by the inspiration of human conscience that is 'Mahamaya's voice, the latent energy" The Mahapurush asserted. First thing first.' He went on and body building and dore-devilry are the primary concerns before the buoynt young Bengal (Sharisa Adyam)!

মহৎ উদ্দেশ্যের জন্যে ক্যাডার গঠনের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। মহাপুরুষ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন এইভাবে কখনও দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করা যায় না, বণিকের যন্ত্র-বৈভব ও পণ্যসামগ্রীর জগতে বিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের কোন স্থান নেই। বিবেক-বুদ্ধির আহ্বানে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে হবে। মানুষের বিবেক বুদ্ধিই মহামায়ার কণ্ঠস্বর—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি। তিনি তারপর বললেন, প্রথম কর্তব্য প্রথমেই করা দরকার। প্রাণচঞ্চল তরুণ বাঙ্গলার এখন সর্বাধিক প্রয়োজন। শরীর গঠনের ও আকুতোভয় দুঃসাহসিকতার — শরীরখাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনসঃ শারীরিক সামর্থ্যের স্থান সর্বাগ্রে এমনকি গীতা পড়ারও আগে স্থান দিতে হবে। এই দুঃসাহসিকতা পৌরুষ, শৌর্য্য ও বীরনীতি অবলম্বন করে দুর্বলের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের রক্ষা করতে হবে। স্বয়ং মহামায়ার মূর্ত বিগ্রহ এবং সাকার মাতৃভূমি নারীকে সম্মান কর। তোমরা কি জান না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী? আমি চাই তোমরা সকলে সমাজসেবা সংগঠন কর। চাই সঙ্ঘবদ্ধ সেবাব্রত। সমস্ত শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দরকার নম্রতা 'দরিদ্রনারায়ণ'দের মধ্যে করবে নতুন প্রাণের

সঞ্চার। জীবনের চঞ্চল স্পন্দন, জোগাবে আপন ভাগ্য গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও প্রত্যয়।"

হেমচন্দ্র ঘোষকে আজকের এই স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ সমাজে কয়জন চেনে! তাঁর নিজের হাতে তৈরী বি.ভি.তে (বেঙ্গল ভল্টানটিয়ার) শত শত উচ্চ শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ভারতের মুক্তিযজ্ঞে চরমতম ত্যাগ স্বীকার করে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বহু বিপ্লবী মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছেন। বিদ্রোহী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আশির্বাদ এবং প্রেরণা দিল তংাদের অসহ্য ত্যাগের উৎস, হেমচন্দ্র ঘোষ স্বামীজীর সাথে ঢাকাতে তাঁর ঐতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন,

Swamiji endeasingly drew up and halted us with his pet phrase : ye, sons of immortal bliss ('Amritasya putrah'). The very tough and tone electrified us with enthusiasm and surrender. the reins in us quickened and our hearts throbbed. It was the majic touch of Baptism. The cyclonic monk was speaking before us!

স্বামীজী স্নেহভরে আমাদের কাছে টেনে পিঠ চাপড়িয়ে তাঁর প্রিয় শব্দদ্বয় 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে সম্ভাষণ করলেন। তাঁর স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বর আমাদের বিদ্যুৎপৃষ্ঠ করে দিল। আগ্রহ এবং আত্মনিবেদনে আমাদের ধমনীর স্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠল। সেটি দিল দীক্ষাদানের মহিমময় স্পর্শ, ভাবলেও রোমাঞ্চ হয় 'সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী স্বয়ং আমাদের সাথে কথা বলছেন!)

স্বামী বিবেকান্দকে প্রচার করা হয় হিন্দুধর্মের নব-জন্মের অগ্রদূত হিসাবে। এই প্রচার স্বামীজীর মত বিশাল বহুমুখী এক মহানদেব মানবের একটি খণ্ডিত রূপ। তিনি ভারতার্যকে বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা নিয়ে তেমন আলেচনা হয় না। হেমচন্দ্র ঘোষ লিখছেন স্বামীজীর স্থান তাঁদের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ শিহরণের প্রবাহ বহে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করল। স্বামীজীর সাথে বিপ্লবী হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের এক শুভক্ষণ।

—ঃঃ—

হোক ভগবৎ বিশ্বাস পরম দৃঢ়

সায়ক ঘোষাল

ভাগবতী কর্ম জীবনই গড়ে তুলতে পারে ভাগবতী চেতন স্বত্তা সমাজের কেন্দ্রে। মনটিতে ভগবানে দিয়েছেন ইচ্ছার স্রোত, এই ইচ্ছাই জীবনে শ্রেয় ও প্রেয়কে বেছে নেয় অন্তর রাজ্যে। তাই যে মন নিজের ইচ্ছায় ভগবানে নিবেদিত হয়ে কর্মপথে এগিয়ে যাবে সেই মন হয়ে ওঠে ভাগবতীমন এই মনই প্রাপ্ত হয় ভগবৎ-চেতন স্বত্তা। ভক্তমন প্রজ্ঞা আহরণ করে আরও ভগবানে মিলে যাওয়ার জন্য। ভগবৎ বিশ্বাসে এসেছে—নিত্য আহবান। এই নিত্য আহ্বানে অন্তরে এখন জেগে উঠতে অগ্নির দীপ্তি জীবন মাঝে। এই অগ্নিরপ দীপ্তিতে জীবন হবে পরম চেতনের পরশ। এইভাবে নিত্য নিবেদনে নিত্য চেতনের জাগরণে হবে নিত্য বিকাশ জীবন মাঝে। এই নিত্য বিকাশের মাঝে দিব্য ভাব সংবেদে হবে দিব্যতায় স্নাত এই জীবন। মহাকালের এই কালের পটভূমিতে এই ভক্তমন এখন এগিয়ে চলবে দিব্য জীবনের প্রত্যয় নিয়ে। এই প্রত্যয়কে জীবনের ভীত করে ভক্ত মন এগিয়ে চলবে দিব্য কর্ম পথে। কর্মের প্রভায় নিত্য ভগবৎ ভাব আরো নবীনভাবে উন্মোচিত হয় অন্তর মাঝে। এই পথে জীবনে সঞ্চারিত হতে থাকে ভাগবতী প্রভা। ভগবৎভাব স্রোতে যে আহ্বান এসেছে সেই কর্ম পথেই হবে মূর্ত অন্তর মাঝে। ভক্তির সংবেদ এবং কর্মের প্রভায় দাও হে মন নিবেদন ভক্তির পুষ্প ভগবৎ চরণে। জীবনের সত্য এখন শুধু একই প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছে বাহ্যিক সব সত্যকে অতিক্রম করে। এই ভগবৎ আহ্বানের পর্বে ভক্ত মন সদা সর্বদা নিবেদিত মনে সদা জাগ্রত চেতনে করবে সাধন মঞ্চ মনের কেন্দ্রে জগতের কেন্দ্রে। ভগবৎ আহ্বানেই ভগবৎ কৃপা। একান্ত গোপনে করছে প্রকাশ ভগবৎ স্বত্তা অন্তর মাঝে। ভগবানকে জানার পথে এগিয়েছে মন ভগবানেরই প্রকাশের আলোয়। মহাকালের এই কালের পটভূমিতে এখন ভক্তমন মহাকালের প্রকাশেই নতুন করে জাগিয়ে তুলবে ভগবৎ চেতন ধারা এবং ভক্তমন নতুন করে উন্মোচন হবে। যেভাব ছিল এত সময় যাবত ধীর স্থির সুপ্ত মনের কেন্দ্রে, সেই ভাব সেই ব্রহ্মচেতন ভাব জেগে উঠবে জগৎ পটে এবং জগৎকে উদ্ভাষিত করবে নতুন ব্রহ্মচেতন ধারায়। এই ব্রহ্মচেতন ধারার বিশ্বাস হল স্তম্ভ। বিশ্বাসটি হতে হবে নিরেট। বিশ্বাস এমন হতে হয়- যে বিশ্বাসের কোনো চোখ থাকবে না। না থাকবে বিচার বিবেচনা বোধ না থাকবে ঠিক বেঠিক ভাবনা চিন্তাধারা। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হতে হবে এমনই। এমন সরল মনই যে মনে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা থাকে এই মনই হয় সরল আর্জব মন। এই সরল মনই একজন প্রকৃত ভক্ত হয়ে ওঠে। এই রকম সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর ভক্তের ভালোবাসা ভক্তিতে ভক্তগণ তাঁর ভক্তে সম্পূর্ণ জীবন জুড়ে অবস্থান করেন। যা কিছু হয়ে চলেছে জীবনের কর্ম, যা কিছু এগিয়ে চলেছে জীবনের মাঝে সবের মধ্যে ভগবান এক এবং অভিন্ন হয়ে থাকেন, এই ভক্তের

কাছে। ধ্যানের গভীরে ভগবৎ সান্নিধ্য পাওয়া যায়। কেউ যদি ভাবে ভগবৎ সান্নিধ্যের জন্য কোনো পরিবেশ বা স্থিত-অস্তিত্বের প্রয়োজন এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়।

এই রকম সহজ সরল বিশ্বাসে ভরপুর মনের অধিকারী ভক্ত তার ধ্যানের মধ্যে খুঁজে পায়তার ভগবানের সান্নিধ্য। ভক্ত যত ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় থাকে পরম চেতনের সঙ্গে, তত ভক্ত ভগবানের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে দিনের পর দিন। ভক্ত প্রতিনিয়ত গ্রহণ করতে থাকে ভগবৎ প্রজ্ঞা। ভগবানকে জানার আগ্রহে আরও নতুন নতুন রূপে ভক্তের কাছে ফুটে ওঠে ভগবৎ তত্ত্ব। এই অগ্নিময় ধ্যানের প্রভায় ভক্ত মন হবে অগ্নির মতো পবিত্র দৃঢ়। এই ধ্যানের দীপ্তিতে ভক্তের ভাবনা প্রকাশ ঘটবে নিত্যই। এই নিত্য নবীন ভাবনার প্রকাশ এবং ভগবৎ সান্নিধ্য আনবে দেবপ্রজ্ঞা জীবনমাঝে। ভক্তের রক্তে রক্তে কোশে কোশে এখন হবে উন্মোচন উর্দ্ধগামী। চেতন স্রোতে এখন শুধু হোক ভগবৎ লাভের অভীপ্সা। এই উন্মোচিত চেতন স্বত্তাই এখন মানবিক সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ ঊর্দ্ধে উন্মোচিত হবে ব্রহ্মলাভের অভীপ্সায়।

—ঃঃ—

ভগবানকে ডাকা

প্রণবেশ রায়

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের বলেছেন নামে রুচি আনতে। বলেছেন সদাসর্বদা ঈশ্বরের নাম গানে মেতে থাকতে। বলেছেন মা কালীকে দু'চোখ ভরে দেখতে। মা এর শ্রীচরণে ভক্তিরূপ পুষ্প অর্পণ করতে। এখানে কোনো শর্ত থাকবে না। এখানে কোনো জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। শুধুমাত্র ভগবানকে ডাকার জন্য ডাকা, যেকোনো কামনা বাসনাকে দূরে ফেলে দিয়ে নিজের মনের আনন্দে শুধু 'মা' বলে একবার ডাকা—এটাই তো ভক্ত মনের একমাত্র পরিচায়ক হওয়া উচিৎ। কিন্তু জাগতিক দুঃখ কষ্টে জর্জরিত মানুষ ভগবানের কাছে হাজার আবদার করে। এটা, ওটা অনেক কিছু ভগবানের কাছে আকাঙ্ক্ষা করে। কোনো শর্ত মেনে যে ভগবানের কাছে আত্ম নিবেদনের কাতর আকুতি জানাতে থাকে, সে তখন ভুলে যায় এটা ঠিক নয়, সে তখন ভুলে যায় যে ভগবানকে ডাকার জন্য কোনো শর্ত কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিৎ নয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে প্রচুর ময়লা ফেলে রাখা হয়েছে। এক মাস অতিক্রান্ত, কিন্তু ময়লা সরানো হচ্ছে না। সে বহুবার বহুজনকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু ঐ ময়লা সরানো হচ্ছে না। একদিন সে ভাবল যে ভগবানকে এই ব্যাপারে জানানো যেতে পারে। তিনিই রক্ষাকর্তা। সে তখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে ভগবানকে ডাকতে থাকে এবং ঐ ময়লা সরানোর জন্য কাতর প্রার্থনা করতে থাকে। দেখা যায় তৃতীয় দিনে তার ঐ ময়লা সরানো হয়। সে খুব আনন্দিত হয়। সে মনে করে ভগবান তার মনের কথা শুনেছেন। কিন্তু একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতে ময়লা পরিষ্কার যাতে হয় সে কারণে ভগবানকে ডাকা এক মুর্খামির পরিচয়। তাঁকে বিনা কারণে, বিনা শর্তে ডাকলে আরো ভালো হতো। ময়লা পরিষ্কার করা তো ভগবানের কাজ নয়। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি কৃপা করে এ জগতে আমাদের বাস করতে দিয়েছেন। জগতকে বাসযোগ্য করার দায়িত্ব আমাদের। ভগবানের নয়। একথা যখন ঐ মানুষটি চিন্তা করল, সে লজ্জিত হল।

সত্যিই তো আমরা ভগবানকে ডাকব বিনা শর্তে। জাগতিক বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁকে ডাকার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই তাঁকে ডাকা উচিৎ। এক ব্যক্তিকে একবার শ্রীশ্রীঠাকুর স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন বেশ ধমকের সুরে, "আমার কাছে কিছু চাইবে না।" দু'বার বলেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও বিরক্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষ তবুও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তার তো নিজের বলতে কেউ নেই। ভগবানকেই নিজের বলে আঁকড়ে ধরে। তাঁর শ্রীপাদপদ্মেই সে আশ্রয় খোঁজে। যে কোনো সমস্যায় পড়লে ভগবানকেই মনে হয় একবার জানাই। ভগবান তার কোনো ক্ষতি করবেন না— এই বিশ্বাস তার আছে। কিন্তু তিনি যেন বিরক্ত না হন সেই চিন্তাও আমাদের করতে হবে।

তিনি তো আপামর জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নেননি, এই বিশ্ব চরাচরে প্রতিটি ধুলিকণার মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠান। প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি আছেন। গাছ-পালা, আকাশ, বাতাস, ছোট-বড় সব জীবে তিনি আছেন। এমনকি আণুবীক্ষনিক জীবের মধ্যেও তিনি আছেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি শুধুমাত্র ভগবানের এই বিভিন্ন রূপ দেখতে। কিন্তু তাকে বিরক্ত করার জন্য নয়। কোনো সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাঁর নেই। তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আমরা শুধুমাত্র বার বার তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবো এই যে যেন সদা সর্বদা তাঁর শ্রীচরণে আমাদের মতি থাকে। আমরা যেন সবসময় তাঁকে ভালোবাসতে পারি।

—ঃঃ—

Spiritual Process for God Realisation : Recommendation to those Having Serious Intent

Prof. (Dr.) R. P. Banerjee

Devotion : The Gateway to God Realisation :

Devotion arises from contemplation. At this stage, the mind no longer focuses on anything else. The core attention of the mind shifts towards the chosen deity or the Supreme Being (Brahman). The mind now longs to be immersed in the divine essence or the nectar of devotion. Gradually, the mind becomes absorbed in the presence of the chosen deity, God, or Brahman. Within the mind, a new weight and a fresh radiance emerge. The mind becomes increasingly drawn to Him. This is the stage of devotion for the seeker. The seeker now trembles at His name, His words, and His thoughts. In thought, in essence, in knowledge, and in meditation, the seeker turns solely towards Him. The phase of devotion is deeply intimate and secret. In profound closeness, the individual now longs to experience Him alone. The body, mind, and soul of the individual become infused with the colour of devotion. At this stage, the seeker may either be overwhelmed by the intensity of devotion or remain calm and absorbed in His essence, becoming one with the divine.

Love (anurag) may manifest, or it may not. The vibrant expression of love gradually gives rise to various emotions. For example, the sentiment of servitude (dasyabhava), which is known as the emotion of Hanumanji. Similarly, the sentiment of parental affection (vatsalya bhava), embodied in Mother Yashoda's affection for Krishna. And the sentiment of sweet devotion (madhura bhava), which is the principal emotion of Vrindavan. Love forms the foundation of these emotions. From love, the resonance of each sentiment begins. When love blossoms in the devotee's heart, nothing else matters. The current of devotion will carry the devotee to the depths of the ocean of devotion - a current that leads only towards Him. Now, whether in sleep, dreams, work, or wakefulness, the devotee remains immersed in thoughts of Him. The preparation for immersion in the vast ocean of His divine essence begins with love. When love arises, the possibility of separation fades away. Love seems to destroy even the seeds of separation. Now, the devotee remains absorbed in His glory alone. The devotee is constantly engaged and immersed in contemplation of His state and presence.

The heart of the wise is dry. So too are the hearts of yogis. How can the wise or the yogi experience devotion? Devotion is not merely being emotionally stirred. The devotion of the wise or the yogi lies in nurturing Him deep within the core of their hearts, gradually perceiving His reflection in every corner of their being.

The wise know that Brahman Himself exists within this existence in the form of the Self. He has become everything. He is space, time, and substance. He exists in the vast and in the minute. Just as He is fully present in the smallest atom, He is equally present in the great, the noble, and the infinite. We are constantly in His presence. There is no moment when His presence is absent, no place where His presence cannot be felt, and no state in which we are deprived of His closeness. When He reveals Himself in the light of one's realization, the individual is drawn into the intimacy of His essence. As soon as the path of realization begins for the wise or the yogi, a pure, inner stream of devotion starts to flow. The duration of this devotion depends on the simplicity and depth of the realization. As realization deepens, the fire of devotion burns brighter, fiercer, and more luminous. Devotion then leads the individual by the hand, guiding them along the path of their spiritual pursuit. Devotion acts as a living force, inspiring the individual to advance further on their chosen path. It is as if not a single moment passes without thinking of Him. Even in the midst of work, every spare moment seems to call out to Him, as though everything is futile without invoking Him. There is an effort to perceive Him with the inner eye. He, the formless, the undifferentiated, appears as a shapeless existence to the wise, revealing Himself in essence. Or, in the deep, meditative state of the yogi's mind, He emerges, radiant in the form of divine union.

The longing, emotions, and expression of devotion have now taken a different form. It is not the same as it was for a devotee. Devotion has now become multifaceted. First, there is a deep attraction to enter the innermost path of spiritual practice. Even there, the touch of devotion is felt. As a result, the seeker shows no laxity in remaining immersed in his practice. He plunges into the ocean of spiritual discipline. Drawn by an

intense and unparalleled attraction to the hidden depths of this ocean, the seeker rushes forward. The seeker is now left with no alternative. What else can he do but engage in contemplation and spiritual practice of the divine? There is nothing else left for him to pursue. As if driven by a mechanical force, he immerses himself in meditation and spiritual pursuits. The seeker now finds meaning in all aspects of life only through his practice. A powerful force seems to draw the seeker closer to the divine. The inner consciousness of the seeker is now devoted to harmonizing his practice. The spiritual battle began at the outset - a journey marked by struggles with impulses, nature, character, and both internal and external environments. Now, under the spell of devotion, this struggle transforms into spiritual harmony. Out of profound love and devotion, he turns towards the divine, making Him his sole focus in meditation and knowledge. The eternal existence of the divine not only overwhelms the seeker but also seems to claim him entirely. The seeker now faces the divine. The world no longer holds separate significance for the seeker's consciousness; the world exists in his perception only because of the divine. The divine is everything and exists within everything. Thus, out of unparalleled devotion, the seeker now remains ever-engaged in contemplation of Him alone. The seeker is now prepared for surrender.

Surrender : Consecration to God :

In the deep intensity of love, the seeker is now ready for self-effacement and surrender. Surrender marks the culmination of sadhana. Inviting Arjuna to surrender, Lord Krishna says in the Bhagavad Gita:

"yat karoṣi yat aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat ǀ
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam ǁ"

(Bhagavad Gita 9.27)

[O son of Kunti, whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in sacrifice, whatever you give, and whatever austerities you perform - do that as an offering to Me.]

The foundation of the effort and initiative for surrender is devotion. As love deepens, devotion or knowledge also intensifies. From the devotee's perspective, devotion is the essence of this path.After revealing His cosmic form, Lord Krishna told Arjuna that the vision he witnessed was rare even for the gods. Such a vision cannot be attained through scriptural study or ritual worship. It is the wealth of devotion. The vision of the cosmic form is accessible only through unwavering devotion. Lord Krishna says:

"bhaktyā tv ananyayā śakyaḥ aham evaṁvidho 'rjuna ǀ
jñātuṁdraṣṭuṁ ca tattvena praveṣṭuṁ ca parantapa ǁ"

(Bhagavad Gita 11.54)

[O Arjuna, only by undivided devotion can I be truly known, seen, and entered into, O scorcher of enemies.]It is through unwavering devotion that one attains realization of the Divine, beholds Him, and merges with Him. From unwavering devotion arises the knowledge of the true nature of Brahman. Unwavering devotion is the path to Brahman knowledge. The Bhagavad Gita seeks to establish a balance between devotion and knowledge. Lord Krishna prioritizes devotion. It is through the steps of devotion that surrender is attained.

At this point, the sound of Krishna's flute alone resonates in the ears; no other sound can be heard. Now, the eyes see only Him, the ears hear only His words, and the voice speaks only of Him. With body, mind, and soul, the seeker rushes toward Him in the irresistible momentum of surrender, longing to offer themselves completely. The seeker now desires to dissolve into the ocean of Brahman. In devotion, one fully opens oneself to serve and please their chosen deity. The devotee preserves their form only for the purpose of service. The offering of service from the devotee is the most cherished gift to the Divine. Thus, He draws the devotee with the call of love.The BhagavataPurana describes this during the Rasa Lila, where Lord Krishna's flute summons the Gopis. The flute plays as if within the core of their hearts, and drawn by that call, the Gopis run toward Krishna.

Hearing the song that enhances love,
The women of Vraja, whose hearts were captivated by Krishna,
Rushed forth, unnoticed by each other,
To where their beloved, with swinging earrings, awaited.

(Bhagavata 10.29.4)

Hearing the soul-stirring flute melody, the women of Vrindavan, overwhelmed by desire, rushed towards Krishna, driven by uncontainable passion, unnoticed by one another.

(Bhagavata 10.29.4)

The Gopis of Vrindavan are now oblivious to their surroundings. Their bodily awareness fades; society, household, and the greater world dissolve into insignificance. They know and acknowledge only Krishna. Meeting Krishna becomes their foremost duty. The awareness that serving Krishna is possible only through union with Him remains the sole thought in their awakened consciousness. Krishna-consciousness is the essence of their lives. Fulfilling Krishna's desires is their only aspiration and goal. They are wholly devoted to Him, surrendering their lives for Krishna's joy and satisfaction, which they regard as their highest treasure and bliss. In their eagerness to serve Krishna, the Gopis feel no obligations to the confines of their personal lives. They are surrendered souls. Their complete self-offering for Krishna's happiness is their only practice and devotion. It is through this surrender that they attain ultimate fulfilment. For the Gopis, the highest attainment lies in union with Krishna, serving Him, and sharing in His divine joy. In this attainment, there is no room for personal ego or desire. Thus, the Gopis' spiritual practice is one of pure, desireless self-surrender - the ultimate fruit of devotion. Surrender is essential not only for devotees but also for those who seek knowledge. For the devotee, the object of surrender is the manifest Lord, while the Gopis surrender to the enchanting, beautiful Krishna - the beloved of their hearts. The Gopis of Vrindavan are perpetually absorbed in Krishna-consciousness. Their entire existence revolves around contemplating and meditating upon Krishna. Without Krishna, there is no song, and for the Gopis, there is no love or object of devotion apart from Him.Thus, abandoning everything, they rush towards Him. Some were cooking, some engaged in household chores - but upon hearing Krishna's flute, they left everything behind and ran. A Gopi ran with a ladle in hand, leaving the stove as it was. Another left her child midway through feeding, and yet another abandoned her service to her husband. No task or situation could restrain them. All of them ran towards Krishna, following the sound of His flute.Enraptured by love, the Gopis raced to offer their very selves into the flames of Krishna's divine presence, driven by the desire to surrender their existence completely.

This privilege belongs to the devotee. With form, the Lord plays with him in a divine way. The invitation comes by the Lord Himself. This offer is like an unstruck summons to the wise. The knowledgeable see Him in their innermost thoughts and feelings. They see that constant, unflinching spark of light shining through the heart's cave's dark depths. People with intelligence are not limited by place, situation, or direction. They now aim to commit themselves to this flame's fire and splendour. Now, only contemplation of the Supreme absorbs the bright consciousness of the wise. The knowledgeable discover that their awareness and enlightened consciousness are their only company when they are deeply meditating.The world of the wise is now the divine cave of the heart, where the Lord Himself resides in a beautiful harmony of heavenly harmonies, resting in the blissful life of Sat-Chit-Ananda (life-Consciousness-Bliss). The wise are now consumed in the sacrificial fire of surrender, their outer consciousness obliterated. The knowledgeable understand in the light of wisdom that there is nothing except Sat-Chit-Ananda. He is everything, yet no one can fully fathom Him. One must submit to His grace in order to know and recognise Him. He needs to be viewed by His own light. To do this, one needs to develop a strong spiritual practice, pierce the six chakras, and increase the level of commitment. To recognize and understand His radiance, one must tap into the hidden stream of realization that flows from Him. The Upanishad says:

"There, the sun does not shine, nor the moon and the stars.
There, lightning cannot shine, how could fire?
All these shine by His light alone;
by His light, everything in the universe is illuminated."

(Mundaka Upanishad, 2.2.10)

(The sun cannot reveal Him, nor the light of the stars and the moon reach Him, nor can lightning illuminate Him. How much power does a small fire have? He Himself is the source of all radiance. It is His light that makes the entire universe shine.)

The revelation of Brahman is radiantly portrayed in the sage's enlightened wisdom. His aim is to awaken the heart's knowledge. With the illumination of Brahman's realisation, the sage strives diligently to disintegrate his unique self. The sage is now infused with the spirit of Brahman while he is in contemplation. Since everything seems to him to be Brahman, everything is pleasant and joyful. The joy of the optimistic self is

embodied in the sage's existence. When the sage is completely absorbed and surrendered, their uniqueness vanishes. His distinct personality just exists in name, and his existence is merely a form. Radiant with all-encompassing knowledge, the sage gives himself up to Brahman. Anything that is still done in the physical world appears natural and spontaneous. The sage's whole existence is Brahman; he knows nothing else. Just as Hanumanji once said, "I do not know the days, dates, or constellations - I know only Rama." In the sage's wisdom, there is nothing but Brahman.

The spiritual seeker is oblivious to the external world and its circumstances. The seeker does not provide the internal interaction required to counteract the effects of the environment and nature outside. The seeker's cooperation is only consistent with the divine life. Now, the seeker is committed to following the divine path. He has nothing to gain or lose in the earthly world. The seeker now leads a life that transcends all desires and material possessions. He is very different from the wants and possessions of everyday life. He has no desire or regret for becoming anything because there is nothing left for him to accomplish. He sustains his special immersion in God while having a body that is in terrible agony. He continues to be engrossed in an unbroken unity. The vitality of the Absolute is reflected in this. When the seeker achieves the divine life, the Absolute appears to surround him and engulf him in divine awareness. As a result, the seeker is now a soul that is completely devoted.

He believes that when he is in this state: he is ignorant, helpless, and unproductive. He is surrounded by a lot of activity, yet he doesn't feel connected to the work. He has given everything up. He is therefore constantly governed by the Divine purpose. He sees no distinction between good and wrong. He has no passion for either virtue or evil. He is above both good and evil. God's will be the driving force behind everything. The ultimate knowledge and truth combine to form an ethereal life-force in the life of a spiritual seeker. He is guided by life, not the other way around. Even on this earthly plane, the light of divine existence is evident in his life. The seeker genuinely achieves divine existence with a devoted soul.

Diversity in Spiritual Practice :

The paths of devotion, yoga, or wisdom are filled with experiences. Each path reflects its uniqueness through individual experiences. Just as spiritual practices vary according to personal inclinations, so do the experiences gain from them. Each person's experience is distinct. The devotee, the wise, and the yogi are all enriched by the unique experiences of their respective paths. Hence, the realizations born of spiritual practice are diverse.

Whatever the path or way, progressing on the path of spiritual practice will bring unique excellence to each individual's journey. This will create a favourable environment for spiritual growth. The awakening and flow of consciousness within the individual will influence and enrich the external world and society. Every spiritual path and experience hold value. The collective fruit of all spiritual paths and experiences forms a spiritual tradition or lineage. It is the nurturing environment of this tradition that expands the wealth of spiritual practice.

Just as diversity arises from the inner refinement or nature of the practitioner or from the philosophical stream, it also comes from each individual's unique experiences. The diversity of spiritual practice does not bring conflict among different paths. Each path can integrate into the whole. To a true seeker who has experienced divine reality, the importance of the path diminishes. In their view, there is only the Absolute, God, or the chosen deity. They transcend the competitive process of the path. The realization of spiritual fulfilment and the sense of unity in practice is accessible to all.

Through the light of divine experience, one must understand that the practice and the goal are two reflections of the same truth - two sides of the same fruit. The true form of diversity emerges from the inseparable state of practice and goal. While there are diverse paths of spiritual practice, there is also another way.

One who possesses simple, sincere, and wholehearted love and devotion for God needs no further initiative. God becomes their eternal companion.

The writings of Shri Bimal Kumar Bandyopadhyay will call everyone to the path of divinity and inspire divine contemplation and devotion in everyday life.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st July 2025
Ashar–1432
Vol. 23. No. 3

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্‌-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৬ই জুলাই, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ১৩ই জুলাই, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২০শে জুলাই, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ
রবিবার : ২৭শে জুলাই, ২০২৫ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.